চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 July, 2020 ■ আগরতলা, ২০ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৫ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister Masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

বিএসএফের ১০১ জওয়ান সহ রাজ্যে আরও ২২৩ জন করোনা আক্রান্ত, সুস্থ ২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। করোনা গ্রাফ রাজ্যে উর্দ্ধমুখী। ১০১ জন বিএসএফ জওয়ান সহ আরও ২২৩জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধ্যান মিলেছে। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। এদিন ৪১৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ২২৩ জনের কোভিড -১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ট্যুইটের শুরুতেই সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি সেই সাথে সকলকে সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য পরামর্শও দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, ২২৩ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ১০১ জন বিএসএফ জওয়ান। এদিকে, আক্রান্তদের মধ্যে ৬ জন বিমান যাত্রী, ৩০ জন কভোডি-১৯ পজেটেভ এর সংস্পর্শে ছিলেন, করোনার লক্ষন ছিল ৮ জনের। এছাড়া, এন্টিজেন টেস্টে পজেটেভ সনাক্ত হয়েছে ১৭৯ জন।

আক্রান্ত ২২৩ জনের জেলা ভিত্তিক হিসেবে দেখা গিয়েছে, ধলাই জেলায় সংক্রমিতের তালিকায় এদিন শীর্ষে। এই জেলায় এদিন আক্রান্ত ৮৮ জন। অন্যদিকে, সিপাহীজলায় ২২ জন, গোমতী জেলায় ৩৪ জন, পশ্চিম জেলায় ৪৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩ জন, উত্তর জেলায় ১৩ জন, উনকোটি জেলায় ১ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৪ জন। এদিকে, বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৪ জন।

এদিকে, গোমতী জেলা জুড়ে করোনা পরিস্থিতি দিনের পর দিন উদ্বেগজনক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গোমতী জেলার জেলাশাসকের আহবানে রবিবার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উদয়পুর এবং অমরপুরের ব্যবসায়ী সমিতি এবং বিএমএস কর্মকর্তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে এসডিএম এবং প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা সামিল হন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি দিনের-পর-দিন উদ্বেগজনক আকার ধারণ করায় প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবসায়ী সমিতি এবং যানবাহন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা এবং যাত্রী সাধারণকে অবগত করার উপর প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধান করা বাধ্য-তামূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে এক দিনে করোনায় আক্রান্ত ৩৮৯০২ জন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.)।। গোটা ভারতজুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৮৯০২ জন।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭৭৬১৮।

রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এই তথ্যে আরও বলা হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত ৫৪৩।ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৮১৬। বর্তমানে দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭৩৩৭৯। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৭৭৪২৩। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০৯৩৭।ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১৮ জুলাই পর্যন্ত ১৩৪৩৩৭৪২ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

দশ লাখ ছাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত দু'দিন রোজ নতুন সংক্রমণ হচ্ছিল ৩৫ হাজার মতো। রবিবার তা বেড়ে হল প্রায় ৩৯ হাজার! কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে আসামীর মৃত্যু আমবাসায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা/কাঞ্চনপুর, ১৯ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসা পাড়ায় স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাত সকালে এলাকার লোকজন মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। সাত সকালে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

মৃতদেহটি এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই এটি আত্মহত্যা নাকি তাকে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পুলিশ এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবে। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, গতকাল বিকাল নাগাদ ধর্মনগর জেল থেকে একজন আসামীকে কাঞ্চনপুর সাবজেলে আনা হয়। মৃত আসামীর নাম দিলীপ দাস। বয়স ৫৪। কাঞ্চনপুর সাব জেলার এল ডারলং জানায়, ওই আসামীকে কাঞ্চনপুর আনার পরে মেডিকেল টেস্ট করে সাবজেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সাড়ে বারোটা নাগাদ ওনার শ্বাসকষ্ট হয় এবং মারা যায়। পরে তার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। আজ উনার বাড়ি থেকে পরিবারের লোকজন আসেন। কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়।

ঐ মর্গে তিনজন ছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসলে কিছুই বলা যাচ্ছে না বলে জানায় পুলিশ। মৃতদেহ পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, দীলিপ দাসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির একটি মামলা রয়েছে। দুই মাসের উপর উনি ধর্মনগর কারাগারে ছিলেন। সরকারি প্রসেসিংয়ের কারণে ওনাকে কাঞ্চনপুর সাবজেলে আনা হয় বলে জানান সাব জেলার। এই খবর পেয়ে আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক হাসপাতালে যান।

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। কল্যাণপুর থানা এলাকার শান্তিনগর গ্রামে এক গৃহবধূ গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম রুমন দাস। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কলানপুর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান অগ্নিদগ্ধ হয়ে মহিলার শরীরের বেশির ভাগ অংশই মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে।অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওই অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে অগ্নি দগ্ধ গৃহবধূ রোমন দাস বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। মানসিক অবসাদ থেকেই গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। শান্তিনগরে গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।অবশ্য এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা গৃহীত হয়নি।

গোমতীর জলে কাগুজে জাহাজ বানিয়ে প্রতিবাদ জানাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজ্যে ছোট জাহাজ আসার কথা ছিল ১৮ জুলাই। এই ঘোষণা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কিন্তু, ১৮ জুলাই সোনামুড়ায় কোন জাহাজ আসেনি। এই ঘটনার অভিনব প্রতিবাদ জানাল কংগ্রেস। দলের তরফ থেকে কাগুজে জাহাজ বানিয়ে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। স্বপ্নের জাহাজের কথা বলে মানুষের সঙ্গে বার বার প্রতারণা করছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৮ জুলাইতেও আসেনি সেই জাহাজ। সবই জুমলা, অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের। আশা হত রাজ্যের মানুষ। এই ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে রবিবার সোনামুড়ায় গোমতী নদীতে কাগজের জাহাজ ভাসিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয় প্রদেশ কংগ্রেস এবং এন এস ইউ আই। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে নাবালিকাকে অপহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। কুমারঘাট এর পূর্ব রাতাছড়াএলাকার পাগলা ছড়ার নাবালিকা কন্যাকে তুলে নিয়ে গেছে বিবাহিত এক পুরুষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তের নামধাম উল্লেখ করে কুমারঘাট থানায় অপহৃতা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার নোয়া বাবুসান নামে এক ব্যক্তি প্রায় সময়ই পূর্ব এলাকায় আসা যওয়া করত। এখানে তার শ্বশুর বাড়ি। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ শ্বশুরবাড়িতে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ির পার্শবর্তী এলাকার এক জনজাতি পরিবারের নাবালিকা কন্যাকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেক্স রেকেট ঃ বিজয়া হোটেলে অভিযান চালিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজধানীর হোটেল বিজয়া প্যালেসে রবিবার তল্লাশি চালালো ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এই হোটেলেই মাত্র দুদিন পূর্বে মধুচক্রের আসরে হানা দেয় পুলিশ। পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাকড়াও ও করে বেশ কয়েকজনকে। সেদিনই হোটেল মালিক পালিয়ে যায়। এই হোটেলে নিয়মিত চলতো দেহ ব্যবসা। শনিবার হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ।

প্রশাসন থেকে এই মামলাটি সুক্ষ্মভাবে তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো ক্রাইম ব্রাঞ্চকে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের দায়িত্বে থাকা ফিরোজ মিয়া তদারকি করছেন এই মামলাটির। এরই নতুন তথ্য খুঁজে বের করতেই এদিন বিজয়া হোটেলে হানা দেয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুরো হোটেলে তল্লাশি চালানো হয়। এই বিষয়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক ফিরোজ মিয়া বলেন, এই মধুচক্রের আসল রহস্য খুঁজে বের করতেই এই অভিযান। তবে হোটেল ম্যানেজার গ্রেপ্তার হলেও হোটেলের মালিককে কিন্তু এখনো খুঁজে পায়নি ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

;পাশাপাশি এই হোটেলটি যেই বাড়ির মধ্যে রয়েছে, সেই বাড়ির মালিকও পুলিশের সঙ্গে খুব একটা সহযোগিতা করেননি বলেও জানান ফিরোজ মিয়া। তবে ক্রাইম ব্রাঞ্চের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির মালিককে জেরা করতে খুব শীঘ্রই আবার আসবেন তারা। এই মুহূর্তে পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে হোটেলের ম্যানেজার। তার থেকেও আরো কিছু তথ্য বের করা যায় কিনা, সেই দিকেও নজর রয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের।

পৃথক স্থান যান দূর্ঘটনায় আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ১৯ জুলাই।। কল্যাণপুর থানা এলাকার গোপালনগর এলাকায় শনিবার রাতে একটি বাইক ও বাইসাইকেল এর মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কল্যানপুর থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একটি দ্রুতগামী বাইক একটি বাই সাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে বাইক চালকও বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে। কলানপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ের বিভিন্ন রেশনে সামগ্রী পেতে চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ভোক্তারা রেশন সবথেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না বলে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। রাজ্যের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত গন্ডাছড়া মহকুমা। মহাকুমার বসবাসকারী জনগণের মধ্যে অধিকাংশই জনজাতি অংশের।

প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কার্যত সরকারি সুযোগ সুবিধা তারা সঠিকভাবে ভোগ করতে পারছেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শুধুমাত্র সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও দর্ভোগ ডেকে এনেছে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের জন্য। গণবন্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতি দূর করার জন্য রাজ্য অনলাইন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। ভোক্তাদের রেশন সবথেকে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য আঙুলের ছাপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে রেশন ডিলার গ্রাহকদের রেশন সামগ্রী সরবরাহ করতে পারছে না।

গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা খুবই দুর্বল। সে কারণেই ভোক্তারা রেশন শপে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও ইন্টারনেট পরিষেবা বদান্যতার কারণে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করতে পারছেন না। এনিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা থেকে বিস্তর অভিযোগ মিলেছে। জানা গেছে গন্ডাছড়া মহকুমায়২৯ টি রেশন শপ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি রেশন শপে এই দুর্দশা চলেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এক রেশন ডিলার জানান তাদেরকে রেশন সামগ্রী প্রদান করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ সঠিকভাবে না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যার চেষ্টা সিধাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন রাবার বাগানে এক যুবককে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। তাতে ওই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম জুটন সরকার। তাকে প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মোহনপুর হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনা শনিবার রাত দশটা নাগাদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহনপুরে তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দের নামধাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে শনিবার রাত দশটা নাগাদ তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকার জুটন সরকার নামে এক যুবককে তার প্রতিবেশী কয়েকজন যুবক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন রাবার বাগানে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়। আক্রান্ত যুবকের চিৎকারে তার পরিবারের লোকজন রা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। তখনই আক্রমণকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় আহত জুটন সরকারকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জোটন সরকার জানায় পূর্ব বিরোধের জের ধরে তাকে রাতে বাড়ি থেকে তুলে এনে মারধর করা হয়েছে।ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আক্রান্ত জুটন সরকার ও তার পরিবারের লোকজনরা।

গণধোলাইয়ে হত তিন বাংলাদেশি চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ জুলাই।। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারত ভূখণ্ডের জনবসতিপূর্ণ গ্রাম থেকে গরু চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে তিন বাংলাদেশির। ঘটনা আজ (রবিবার) ভোর প্রায় চারটে নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত বুবরিঘাট চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের নাম এখনও উদ্ধার হয়নি, তবে এদের সবার বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা বুবরিঘাট চা বাগানে বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে গৃহস্থদের গবাদি পশু চুরি হচ্ছিল। গতকাল রাতেও এক দল গবাদি পশুচোর বাগানের ১০ নম্বর লাইন তেলেঙ্গাবস্তিতে হানা দিয়েছিল। রাত তখন প্রায় দুটো। বাগান পঞ্চায়েতের সচিব রাজু

তেলঙ্গার পরিবারের সদস্যরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন তাদের গোয়াল ঘরের কাছে বেশ কয়েকজন পায়চারি করছে। তাঁরা ঘরে এসে গৃহকর্তাকে ডেকে হল্লা-চিৎকার শুরু করেন। আগন্তুকরা রাজুর বাড়ি থেকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যায় পার্শবর্তী নারায়ণ তেলেঙ্গা নামের অপর এক কৃষকের গোয়াল ঘরে। সেখানেও শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় নারায়ণের পরিবারের সদস্যদের। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের সোনামুড়া সীমান্তে উদ্ধার মোবাইল সেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। মেলাঘর এবং ইউ এন সি নগররের পর বাংলাদেশে পাচারের পথে রবিবার ফের সোনামুড়া সীমান্তে উদ্ধার হয় দুইশো চুয়ান্নটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। বাজার মুল্য প্রায় আটাশ লক্ষ টাকা। আটক হয় একটি জীপও। দুই দিন আগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতেও সোনামুড়ার ইউএনসি নগর বিওপির জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেয়ার সময় উদ্ধার করে ১২৭ টি স্মার্ট ফোন। আটক করা মোবাইলগুলির মূল্য ছিল সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা। পাঁচ জুলাই পাচারের উদ্দেশ্যে সোনামুড়া অভিমুখে যাওয়া একটি গাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে ৭৩ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৭৭ ◻ ২০ জুলাই ২০২০ ইং ◻ ৪ শ্রাবণ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গুলি কান্ড ও পাচার বাণিজ্য

আবার অপরাধ জগতে পিস্তলের গর্জন আতংকের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। এক সময় ত্রিপুরা ছিল পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। এখনও পাচার বাণিজ্য সগৌরবেই চলিতেছে। এইসব পাচাকারীরা ইতিমধ্যে আরও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। পিস্তলের গর্জন দিয়া তাহারা বুঝাইয়া দিয়াছে যে এরাজ্যে কালোবাজারী পাচরকারীরা এখন সক্রিয় আছে। তাহারা মরিয়া যায় নাই। বাঁচিয়া আছে বহাল তবিয়তে। সেই বন্দুক সংস্কৃতি কি আবার ফিরিয়া আসিল? শনিবার বেলা দুইটায় বক্সনগরে প্রকাশ্যে গুলি চালালো অন্য এক যুবক। ঘটনা বক্সনগর বাজারে, কলমচৌরা থানা হইতে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গুলি। প্রাণে বাঁচিয়া যায় যুবক। এই গুলি ছোঁড়ার দায়ে জনৈক হৃদয় মিয়া পালাইয়া যায়। পুলিশ তাহার টিকির নাগালও পায় নাই। বক্সনগর সহ সংলগ্ন এলাকা একসময় পাচার বাণিজ্যের জন্য নিরাপদ করিডর হিসাবে চিহ্নিত ছিল। পাচারকারীদের হাতে একজন পুলিশ কর্মীও খুন হইয়াছেন। আক্রান্ত হইয়াছেন বিএসএফ, পুলিশকর্মী সহ আরও অনেকেই। এই পাচারের জেরে বিএসএফের গুলিতে খুন হয় পুঁটিয়ার এক যুবকও। পাচার বাণিজ্যের কারণে প্রতিনিয়তই এইসব এলাকায় গন্ডগোল লাগিয়াই আছে। এইসব গন্ডগোলের জেরে অনেকেই হাসপাতালে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। এই অবস্থার মাঝেই সেই পুরনো কালচার ফিরাইয়া আনিল পাচারকারীরা। প্রকাশ্যেই বাজারের মধ্যে সামান্য কথাকাটাকাটির মধ্যেই বেলা দুইটা নাগাদ এক যুবককে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালালো এক যুবক। এই ঘটনার সঙ্গে পাচার বাণিজ্যের লেনদেনই মুখ্যত দায়ী বলিয়া জানা গিয়াছে।

সীমান্ত এলাকায় আসলে কি ভয়ানক পরিস্থিতি চলিতেছে গুলি চালানোর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। পাচার বাণিজ্যের এইসব কুশীলবরা এই জমানাতেও বহাল তবিয়তে আছে। রাজ্য প্রশাসন সত্যিই কি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবার হিম্মৎ রাখে? এই প্রশ্ন উঠিতেছে এই কারণে যে, ত্রিপুরায় গুলি চালাইবার মতো বুকের পাটা এতদিন দেখা যায় নাই। অথচ এই সংস্কৃতির আমদানী হইয়াছে। তাহা রুখিবার জন্য প্রশাসনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় নাই। পুলিশ গুলি চালানোার সঙ্গে যুক্ত হৃদয় মিয়ার টিকির নাগাল কোনওদিন পাইবে কিনা কে জানে। পাচার বাণিজ্য নিয়া লেনদেনের জেরে এতবড় ঘটনার পরও পাচারকারীরা বহাল তবিয়তে আছে। বক্সনগর, বিশালগড় সহ বিভিন্ন এলাকা পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। পুলিশ সব খবর জানিয়াও কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার মতো হিম্মত দেখাইতে পারে না। কারণ, তাহাদের প্রাণের মায়া আছে। পাচারকারীরা অনায়াসে পুলিশ অফিসারকে খুন করিতে পারে। অভিযোগ আরও আছে যে, একশ্রেণীর পুলিশ কর্মীর সঙ্গে পাচারকারীদের গোপনে সমঝোতা আছে। আর এজন্য পাচারকারীরা দিব্যি পাচার কারবার চালাইতেছে। আর যেসব পুলিশ অফিসার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেছে তাহাদের নির্মম ভাবে খুন করিতে পিছ না হয় না পাচারকারীরা। এই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়া রাজ্যের মানুষ দিনে দিনেই শংকিত হইতেছেন। প্রকাশ্যে গুলি কান্ডের বিরুদ্ধে যদি পুলিশ দৃষ্টান্ত মূলক পদক্ষেপ না নেয় তাহা হইলে অস্ত্রের ঝলকানি আরও বাড়িয়া যাইবে। দুবৃত্তরা বুঝিবে গুলি চালাইয়া গেলে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না। গুলি কান্ডের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে তাহা হইবে চরম আত্মঘাতী। প্রশাসন বিশেষ করিয়া পুলিশ প্রশাসন ঢিলেঢালা হইলেই দুর্বৃত্তরা বেপরোয়া হইয়া উঠে। এক সময় তো ত্রিপুরা রাজ্যে গণহারে পিস্তলের হাত বদল হইতে দেখা গিয়াছে। এই আগরতলায় সদর এসডিএমকে অফিসের মধ্যে গুলি করিয়া হত্যা করে একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত। সেখানে নাকি নিগোসিয়েশন বাণিজ্য ইত্যাদির ঘটনা নিয়া এমন গুলিবাজী হইয়াছে। এখনও কোনও কোনও এলাকায় নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের কারণে অস্ত্রের খেলা চলে। নতুন সরকার তাহার প্রতিরোধে তেমন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারিয়াছে এমন বলা যাইতেছে না। একদিকে নিগোসিয়েশন দুবৃর্ত্ত অন্যদিকে পাচারকারী এই দুই অপরাধ চক্রের কারণে রাজ্যের মানুষ দিনে দিনেই শংকিত। সব দেখিয়াও প্রতিবাদী হইবার সুযোগ নাই। রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় পাচরাকারীদেরই রাজত্ব। সেখানে পিস্তল বন্দুক তো জলভাত। পুলিশ কার্য্যত দর্শক। এই অবস্থার কি অবসান হইবে না? সুস্থ স্বচ্ছ ত্রিপুরার গৌরব কি আবার দেখা দিবে না?

চরম বিপন্নতার মুখে দেশবাসী

পুলক মিত্র

দেখতে দেখতে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। এখন যে হারে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র চিকিৎসা না পেয়েই বহু মানুষ প্রাণ হারাবেন।

বিশ্বের আমরা এখন তিন নম্বরে। সামনে রয়েছে শুধু আমেরিকা আর ব্রাজিল। কিন্তু ১৭ জুলাই পর্যন্ত সংক্রমণের যে ছবি ধরা পড়ছে, তাতে অশনি সংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ৮ থেকে ৯ লক্ষ বা ৯ থেকে ১০ লক্ষে পৌঁছতে সময় লেগেছে মাত্র ৩ দিন করে। আর শেষ ২০ দিনে (১৭ জুলাই পর্যন্ত) আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লক্ষ মানুষ।

করোনার এই আগ্রাসী চেহারাকে কখন বাগে আনা যাবে, তা জানা নেই কারওরই। অর্থাৎ ছবিটা পুরোপুরি ঝাপসা।

আগামী দিনগুলিতে ভারতে কোভিড পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা সমীক্ষা চালাচ্ছে। সর্বশেষ সমীক্ষাটি চালিয়েছে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স বা আইআইএসসি।

কী বলছে আইআইএসসি'র সমীক্ষা? বর্তমানে যেভাবে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে তাতে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মোট আক্রান্তর সংখ্যা পৌঁছে যেতে পারে ৬৬ লক্ষে। আর মৃত্যু হতে পারে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের। আর পরিস্থিতি ভালো হলে, এই সময়ের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা হতে পারে ২৬ লক্ষ।

অবস্থার যদি উন্নতি ঘটে, তবে মার্চের মধ্যে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে ৩৭ লক্ষ। আর খারাপ হলে, সেই সংখ্যাটা পৌঁছে যেতে পারে ৬ কোটি ১৮ লক্ষে। যদি বর্তমান হারে সংক্রমণ বাড়তে থাকে, তবে নভেম্বরের ১ তারিখে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। আর মৃত্যু হবে ৫ লক্ষ রোগীর।

তবে সংক্রমণেণ হার এখনকার চেয়ে কমলে মার্চে ভারতে সংক্রমিতের সংখ্যা হবে সাড়ে ৩৭ লক্ষ। আর মৃত্যু হবে ১ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষের, ২৩ মার্ত থেকে ১৮ জুন, এই সময়কালের মধ্যে করোনা সংক্রমণের প্রবণতার ভিত্তিতেই এই সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করেছে আইআইএসসি।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সেস (নিমহানস) নিমহানস-এর নিউরোভাইরোলজি বিভাগের প্রধান ভি রবি ইতিপূর্বেই জানিয়েছে, 'এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৭ কোটি ভারতীয় করোনায় আক্রান্ত হবেন। আর এঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশ জানতেই পারবেন না যে, তাঁরা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।'

ভি রবি কর্ণাটকের কোভিড ১৯ হেলথ টাস্ক ফোর্সের নোডাল অফিসারও। তাঁর কথায়, ১০ শতাংশ আক্রান্তের চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ৫ শতাংশ আক্রান্তের অক্সিজেন ও বাকি ৫ শতাংশের ভেন্টিলেশন সার্পোর্টের দরকার হতে পারে। সেই হিসেবে ৬৭ কোটির মধ্যে শতাংশ আক্রান্তের অবস্থা যদি সংকটজনক হয়, তা হলেও সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় তিন কোটিতে।

দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস বা এইমস-এর অধিকর্তা রণদীপ গুলেরিয়ার মতে, এখন দেশের যা অবস্থা, তাতে আগামী ২-৩ মাসে সংক্রমণ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র বিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন সতর্ক না হলে, ভারত সহ গোটা বিশ্বে সংক্রমণ আরও ভয়াবহ চেহারা নিতে পারে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরের ধারণা, সেপ্টেম্বরের আগে ভারতে করোনা সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছবে না। তাই প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে। সবকটি সমীক্ষা বা মতামতে যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হল ভারতে করোনা সংক্রমণ ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এখনও পর্যন্ত যা কিছু তথ্য মিলেছে সবই অনুমান নির্ভর। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতে সংক্রমণের ছবিটা কীরকম দাঁড়াবে, তা বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। হতে পারে শুধু সংক্রমণ নয় মৃত্যুর হার ও অনেক বেড়ে যেত পারে।

আবার সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে কোভিড ভাইরাস। কিন্তু এই মুহূর্তে যা অবস্থা, তাতেই দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার মুখে। এরপর সংক্রণ যখন গ্রামীণ ভারতে ছড়াতে শুরু করবে, তখন ছবিটা কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, তা ভেবে আঁতকে উঠছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

সত্যিই এ এক অদ্ভুত অসাহায় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা। একদিকে দেশজুড়ে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে।

অন্যদিকে সংক্রমণ এড়িয়ে কীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব, তা নিয়ে মানুষের দিশেহারা অবস্থা। প্রশ্ন উঠছে, যদি পরিস্থিতি সত্যিই অতি বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছয়, আমরা কি তার মোকাবিলায় তৈরি? এক্ষেত্রে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তা হল, সরকারি তরফে এখনও পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলা যাচ্ছে না। শুরুর দিন থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারের পরিকল্পনাহীন এবং অদুরদর্শিতার মাশুল গুনতে হচ্ছে দেশবাসীকে। তাই এই মুহূর্তে সরকারের পদক্ষেপে ভরসা রাখার কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

লকডাউনের নামে প্রহসন দেখেছেন দেশের মানুষ। লকডাউন তোলা যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনই লকডাউন উঠলে কীভাবে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রে ছিল না। কোরওরকম কড়াকড়ি ছাড়াই মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হল। আর পরিণতি যা হওয়ার ছিল এখন তাই হচ্চে। একদিকে রকেট গতিতে ছড়াচ্ছে রোগ, অন্যদিকে চিকিৎসার অভাবে মরতে হচ্ছে অসহায় দেশবাসীকে।

চিকিৎসকরা বার বার বলছেন, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে হলে, দূরত্ববিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এই রোগ সংস্পর্শেই ছড়ায়। কিন্তু তা মানা হচ্ছে কি? ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা মানা সম্ভব কি? আমাদের রাজ্যের কথাই ধরা যাক। লকডাউন শিথিলের পর অফিস চালু হয়েছে। চালু হয়েছে যানবাহন। কিন্তু পর্যাপ্ত বাস আছে কি, যাতে মানুষ ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রেখে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারেন? একরকম বাদুড়ঝোলা হয়েই অফিস যেতে হচ্ছে মানুষকে। এছাড়া আর অন্য উপায়ও নেই। অফিস তো যেতেই হবে। না হলে চাকরিটাই যে চলে যাবে। করোনা হলে মৃত্যু অনিবায্য, এটা যেমন ঠিক নয়, আবার আপনি বাঁচবেন, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আইআইএসসি'র সমীক্ষা থেকে যে ইঙ্গিত মিলছে, তাতে আগামী দিনে দেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস।

এখনও পর্যন্ত করোনা প্রতিষেধক বেরোয়নি। কবে বেরোবে, তাও অজানা। এই পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব সতর্ক থাকা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। সরকারের মুকোপেক্ষী হয়ে থাকা নয়, বরং নিজের সুরক্ষার ভার নিজেকেই নিতে হবে। এণ মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, দূরত্ববিধি বজায় রাখা যা বিশেষজ্ঞরা বার বার বলছেন। আর প্রয়োজন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিনা ড্রাগনের সঙ্গে রুশ ভালুকের লড়াই এবং সিপিআই

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

এবার পাঠকেরা চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুনিয়া কাঁপানো লড়াইয়ের সামান্য পরিচয় পাবেন। আরম্ভ থেকে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অনেকে বলত, চিনা ড্রাগনের সঙ্গে রুশ ভালুকের লড়াই। তার আঁচ সিপিআইকে ও উত্তপ্ত করে তুলেছিল। চিন রুশ মহা কোন্দলের ভদ্রস্থ নাম ছিল মহা বিতর্ক। ঝগড়াটা গোড়ার দিকে চাপা ছিল। তা ঢিমে তালে বাড়তে বাড়তে চড়া পর্দায় পৌঁছেছিল। সিপিআইয়ের মধ্যে সেই তালে তাল মিলিয়ে বিভেদ বাড়ছিল।

চিনের ক্ষমতায় মাও সে তুঙ গুছিয়ে বসা পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ কথা বলত, রাশিয়ার পার্টি। চিনে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পর কয়েক বছর পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। গোল বাধল দান খয়রাতির পরিমাণ নিয়ে।

১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট পরিবারের সদস্য বাড়ছিল। সেই পরিবারের বড় কর্তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্যরা বৈষয়িক ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের দান খয়রাতির উপর নির্ভর করত। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল চিন। চিন আশা করেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে তারা প্রচুপ সহায়াতা পাবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হচ্ছিল না। কারণ দুটি অকমিউনিস্ট দেশে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল। উভয়ের নজরে ছিল ভারত এবং মিশর। প্রতিযোগিতায় কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জিতে গেল। নানাবিধ বৈষয়িক সহযোগিতা দিয়ে ওই দুটি দেশের বন্ধুত্ব অর্জন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তার বিনিময়ে ওই দুই দেশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচুর খরচ হচ্ছিল চিনের আপত্তি ছিল তাতেই। চিনের যুক্তি ছিল, ভারত এবং মিশর কেউই কমিউনিস্টদের আত্মীয় নয়। জ্ঞাত নয়। ওদের জন্য খরচ করে কমিউনিজমের কোনও লাভ হবে না। সুতরাংস দের খরচ বন্ধ করে তা দিয়ে চিনের অভাব ও ক্ষুধা মোকাবিলায় বড় ভাই সাহায্য করুক।

চিনের এই যুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। কারণ আমেরিকার সঙ্গে ব্যয়বহুল অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে তাদের কোষাগারে চাপ পড়েছিল। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন হাত গুটিয়ে নিলে ভারতও মিশরকে আমেরিকার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের তো বটেই, চিনের সমস্যাও বাড়বে।

চিনের নিজের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বাস্তব রাজনীতির বাধ্যবাধকতা মানতে পারেনি । ফলে প্রথমে যা ছিল আপত্তি তা পরিণত হল গোঁসায়।

চিন সোভিয়েত বিরোধের এটা মূল কারণ ছিল। কিন্তু চিন তো সেসব কথা ঢাক পিটিয়ে বলতে পারে না যে ভারত এবং মিশর জাহান্নামে যায় তো যাক। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্কসবাদী কর্তব্য কমিউনিস্ট চিনের সংসারের টানাটানি কমাতে সাহায্য করা। ওরা যখন তা করবে না তখন চিনও বদলা নেবে। এই মনোভাব গোপন রাখা চিনের পক্ষে দরকার ছিল। তাই চিন বৈষয়িক বিরোধকে চাপা দিতে তার গায়ে নানারকম তাত্ত্বিক বিরোধের ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে সোভিয়েত বিরোধী এবং চিনপন্থী আবেগকে উস্কানি দিয়েছিল। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি কোন কোন অস্ত্র সোভিয়েত পার্টিকে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তার কয়েকটি নমুনা দিই। স্তালিনের মৃত্যুর পর (১৯৫৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মাথা হয়েছিলেন এন এস ক্রুশ্চেভ। বছর দুয়েক পরে তিনি ঘরে বাইরে দুটি বোমা ফাটিয়েছিলেন। তার অভিঘাতে কমিউনিস্ট পার্টি গুলিতে ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছিল। প্রথম বোমাঃ ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের ভারত সফর। সেই সফর ১৯৫৫ সালের শরৎকালে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ দিল্লি, বোম্বাই,মাদ্রাজ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় নেমে কমিউনিস্ট নেতাদের সম্বর্ধনা জানালেন। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অগণিত মানুষের সমুদ্র। আমার দাদা সমীর এবং আমি রাজভবন থেকে ভিড় ঠেলে দক্ষিণে ময়দানের দিকে এগোতে ভরসা পেলাম না।

২৯ নভেম্বর দুপুরে ক্রুশ্চেভ এবং বুলবানিন দমদমে নামলেন। সেখানে থেকে একটি হুডখোলা মোটের রাজভবন। পুরো রাস্তার দুধারে মানুষের ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ। সেই পাচ রুখতে পুলিশ এবং ব্যারিকেড হিমসিম। অবশেষে যা আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেটাই ঘটে গেল। উপছে পড়া ভিড়ের চাপে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে গাড়ি আর নজল না। এই ঘোর সঙ্কটে ঠাণ্ডা মাথায় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় হাল ধরলেন। নিরাপত্তা রক্ষীদের কঠিন তাক লাগানো জনসমাগম হয়েছিল। কমিউনিস্ট অতিথিদের ঘিরে কলকাতায় যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তার কাছে বোম্বাই, মাদ্রাদ তো বটেই এমনকি দিল্লিও ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত ভারতে কোনও বিদেশি অতিথি এত বিশাল এবং ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা পাননি। প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় এবং অন্যত্রও কমিউনিস্ট নেতৃদ্বয় অকমিউনিস্ট ভারত সরকারের উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই মতো পরিকল্পনার প্রশংসা করলেন। জওহরলাল নেহরুর প্রগতিশীল এবং গণমুখী মনোভাবের জন্যই যে তা সম্ভব হচ্ছে সেটা তারা উল্লেক করলেন। কমিউনিস্ট নেতাদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া জওহরলালের বর্ণময় নেতৃত্বের বড় রকম রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক জয়। এর মধ্যে দিয়ে তিনি আমেরিকাকে বার্তা দিলেন, চাপ দিয়ে ভারতের মাথা নোয়ানো যাবে না। ভারতের কমিউনিস্টদের বার্তা দিলেন, রাসিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের কাছ থেকে শিক্ষা নাও। চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের বার্তা দিলেন, কমিউনিস্ট রাশিয়া ভারতের পাশে আছে।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের ভারত সফরের সাফল্য আমেরিকা এবং চিন উভয় দেশের নেতাদের বুকে জ্বালা ধারল। উবয় দেশইউ বুঝল, ভারতকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। আমেরিকাকে জোর ধাক্কা দেওয়া গেছে। তাই সিপিআইয়ের বড় অংশ খুশি। এই অংশটি অনেকদিন ধরেই জওহরলালের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলার কথা বলছিল। ক্রুশ্চেভ বুলগানিনের ভারত সফর তাদের অবস্থানকে জোরদার করল। এই কারণে তাদের পরিচয় হল, রুশপন্থী। সিপিআইয়ের অন্য অংশটি ছিলজঙ্গি এবং মৌলবাদী। তাদেরমত ছিল নেহরুর সঙ্গে বোঝাপড়া নয়। ভারতে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে হলে, নেহরু এবং কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করতে হবে। চিনের নেতা মাও সে তুঙ বরাবর এইরমক কথাই বলে আসছেন। এই কারণেই এদের পরিচয় হয়ে গেল চিনপন্থী।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের ভারত সফর এবং নেহরু সরকারের প্রশংসা সিপিআইয়ের চিনপন্থীদের মুশকিলে ফেলে দিল। তারা নেহরু সরকারকে খতম করার জন্য লড়ছে। আর সেই সরকারকে মজবুত করতে ক্রুশ্চেভ মদত দিচ্ছে। ওদের এই নীতি ভারতের কমিউনিস্টদের সংগ্রামকে ভেস্তে দেবে। এমন চিন্তা থেকেই তারা রাশিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চিনের দিকে ঢলেছিল। চিনও তাই চাইছিল। কারণ ভারতের মতো বিশাল দেশের বিপ্লবী কমিউস্টিদের সোভিয়েত পার্টির ছায়া থেকে বার করে আনতে পারলে চিনের লাভ হবে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল এবং পাঞ্জাবের কমিউনিস্টদের মধ্যে চিন পন্থীদের দাপট ছিল। তেনালি কনভেনশনে যোগদানকারী বিদ্রোহীদের সংখ্যাই তার প্রমাণ। ক্রুশ্চেভ বুলগানিরে ভারত সফর, ভারতের উন্নয়নে সহযোগিতা এবং নেহরু সরকারের প্রশংসায় চিন বেজায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেনি। তখন তা করলে তাই নিয়েই চিনা ড্রাগন এবং রুশ ভালুকের মধ্যে কাক চিল ওড়ানো ঝগড়া বেধে যেত। তাই চিনের পার্টি সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে রইল। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই সুযোগটা এসেছিল। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> চিন আশা করেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে তারা প্রচুপ সহায়াতা পাবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হচ্ছিল না। কারণ দুটি অকমিউনিস্ট দেশে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল। উভয়ের নজরে ছিল ভারত এবং মিশর। প্রতিযোগিতায় কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জিতে গেল। নানাবিধ বৈষয়িক সহযোগিতা দিয়ে ওই দুটি দেশের বন্ধুত্ব অর্জন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তার বিনিময়ে ওই দুই দেশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচুর খরচ হচ্ছিল চিনের আপত্তি ছিল তাতেই।

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই ধাপায় নতুন দুটি চুল্লির কাজ শুরু করবে পুরসভা

কলকাতা, ১৯জুলাই (হি. স): ধাপার শ্মশানে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আরো নতুন দুটি চুল্লি তৈরির কাজ শুরু করছে কলকাতা পুরসভা। আসন্ন পুজোর আগেই অথবা পুজোর ঠিক পরেই ওই চুল্লি তৈরির কাজ শেষ হবে বলে খবর পুরসূত্রে।

এতদিন ধাপার ওই শ্মশানের দুটি চুল্লিতে মূলত বেওয়ারিশ লাশ দাহ করা হতো। বর্তমানে করোনা আবহে মৃতদেহের চাপ বাড়তে থাকায় এবং করোনা আক্রান্তদের মৃতদেহ সাধারন শ্মশানে দাহ করার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ভয় ধাপার শ্মশান টিকে করোনার দেহ পোড়ানো কাজে নির্দিষ্ট করা হয়। এরমধ্যে আবার আমফানে একটি চুল্লি খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাকি অন্য চুল্লির উপর চাপ পড়ছে। যদিও খারাপ হয়ে যাওয়া চুল্লিটি সাড়ানোর কাজ চলছে।

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং সল্টলেকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হলে ধাপার শ্মশানে তাদের শেষকৃত্য করা হয়। কিন্তু একটি চুল্লি খারাপ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মৃতদেহের চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীও সমস্যার কথা গুরুত্ব দিয়ে নতুন চুল্লি তৈরি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এর পরেই পুর সূত্রে খবর, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হবে নতুন দুটি চুল্লি বসানোর। সেই কাজ শেষ হবে পুজো একেবারেই আগে আর নয় তো পুজো শেষ হওয়ার পরেই।

আত্মহত্যার আগে ফেসবুকে পোস্ট, পুলিশী তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল যুবকের

কলকাতা, ১৯ জুলাই(হি. স.): পুলিশি তৎপরতায় ফের প্রাণে বাঁচল এক যুবক। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল জোড়াবাগান থানা এলাকার বাসিন্দা এক যুবক। তবে আত্মহত্যার আগে ফেসবুকে জানিয়েছিলেন তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। আর সেই ফেসবুক পোস্টটি তার প্রাণ বাঁচাল শেষ পর্যন্ত।

পুলিশ সূত্রে খবর, জোড়াবাগান এলাকায় শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন ওই যুবক। করোনা আবহে লক ডাউন শুরু হওয়ায় নিজের কাজ নিয়ে অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। তার থেকেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন ওই যুবক। পুলিশ আরও জানায়, শনিবার গভীর রাতে জোড়াবাগানের বাসিন্দা এক যুবক ফেসবুক স্টেটাস দিয়েছিলেন আত্মহত্যা করতে চলেছি। এরপরেই ফেসবুকের তরফে এই পোস্ট নজরে আসে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিপদ উপলব্ধি করতে পেরে তারা জানায় লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানাকে। সেখান থেকে খবর যায় জোড়াবাগান থানায়।

এরপরেই তৎপরতার সঙ্গে যুবকের প্রোফাইল ঘেঁটে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। যুবকের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করেন তাঁরা।পুলিশ যুবকের বাড়ি গিয়ে দেখে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা ভেঙে যুবককে উদ্ধার করে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করেন তারা। চিকিৎসকদের চেষ্টায় ওই যুবক প্রাণে বাঁচেন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সদর জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা সংকটেও বিএনপি নেতারা দেশবিরোধী অপপ্রচারে লিপ্ত : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৯।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনার এই বৈশ্বিক সংকটেও বিএনপি নেতারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করে দেশবিরোধী অপপ্রচারে লিপ্ত। তিনি বলেন, 'বিএনপি দেশে ও বিদেশে যে ষড়যন্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী তা আবারো প্রমাণ হলো। বৈশ্বিক এ সংকটে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করে বিএনপি নেতারা দেশবিরোধী অপপ্রচারে লিপ্ত। মিথ্যাচারের ঢোলক বাজিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করাই তাদের রাজনীতি।'

ওবায়দুল কাদের রোববার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক আনলাইন ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিএনপি দেশের বিরুদ্ধে নেমেছে। দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। এসব কারণে দলটি দিন-দিন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং রাজনীতিতে অপ্রসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।'

বিএনপির এক নেতার ইতালিতে দেশ বিরোধী বক্তব্যে প্রবাসীরা বুিব্ধ হয়েছেন জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, 'একটি অনলাইন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখলাম ইতালির বিএনপির সাবেক সভাপতি দেশের গণমাধ্যমকে দেওয়া দেশ বিরোধী অসত্য বক্তব্যে প্রবাসীদের মধ্যে তীব্র োভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী এ বিএনপি নেতা সাাৎকারে বলেছে বাংলাদেশে নাকি দশ লাখ লোক আক্রান্ত। কোনো চিকিৎসা নেই দেশে। ১০ হাজার মানুষ ইতালির পথে রয়েছে। যারা ইতালি যাচ্ছে এবং তাদের সবার কাছে না কি ভুয়া রিপোর্ট আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশকে ছোট করা।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'লাখ-লাখ প্রবাসীদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া, এমন অসত্য তথ্য ইতালির গণমাধ্যমকে দেওয়া বক্তব্যে ওখানকার প্রবাসীরা ুব্ধ। বিএনপি নেতার ভিডিও ইতালির লেগা নর্দ দলের নেতা মাতেও সালভিনি তার ফেসবুকে শেয়ার করেছে বলে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে।'

বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে সরকার নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশ ভ্রমণের পূর্বে সরকার নির্ধারিত ষোলটি প্রতিষ্ঠানটিকে করোনার সনদ গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে পরীা করানোর জন্য বিদেশগামী ভাই-বোনদের আমি অনুরোধ করছি। আমাদের কিছুসংখ্যক জনশক্তির অবহেলা এবং তথ্য গোপনের ফলে ২/৩টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসীরা অস্বস্তিতে পড়েছে। এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি আমরা চাই না।

সাম্প্রতিক সময়ে করোনা সংক্রমণ বিষয়ে মানুষের ভীতি কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে করোনা সংক্রমণ বিষয়ে জন মানুষের মাঝে ভয়-ভীতি কমে গেছে। নমুনা পরীা সংখ্যাগত বিচারে কমেছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ধারণা লণ ও সংক্রমণ লুকিয়ে অনেকে চলাফেরা করছেন কিন্তু পরীা করাচ্ছেন না। অপরদিকে নমুনার সংখ্যা কমলেও আক্রান্তের হার শতকরা হিসেবে বাড়ছে।

দরিদ্রদের বিনামূল্যে নমুনা পরীার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকে মনে করছেন অসহায় দরিদ্র মানুষকে ফি দিয়ে পরীা করাতে হবে বলে নমুনা পরীা থেকে দূরে থাকছে। করোনার অভিঘাতে অনেক মানুষ এখনো কর্মহীন অসহায়। দরিদ্র মানুষের আর্থিক অমতার কথা বিবেচনা করে ফি ছাড়া পরীার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বেসরকারি শিা প্রতিষ্ঠান শিক কর্মকর্তাদের বেতন প্রদানে পরিচালনা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সারাদেশে বিভিন্ন স্তরের শিা প্রতিষ্ঠানে লাখ-লাখ শিক-কর্মচারী কর্মরত। সরকারি ও এমপিওভুক্ত ছাড়াও বিশাল একটি অংশ বেসরকারি শিা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

এসকল শিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়। এ সংকট কালে প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা মনে রেখে ইতিমধ্যে অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শিক-কর্মচারী কষ্টকর জীবন যাপন করছেন। এ অবস্থায় আমি বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার পরিচালনা সংশ্লিষ্টদের কষ্ট করে হলেও শিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভারতের আসামে গরুচোর সন্দেহে ৩ বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৯।।ভারতের আসামের করিমগঞ্জ জেলায় তিন বাংলাদেশিকে গরুচোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয়রা। শনিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

করিমগঞ্জ পুলিশ জানায়, পাথরকান্দি থানার বোগরিজান চা বাগান এলাকায় সীমান্তের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তারা গরু চুরির উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করেন। স্থানীয়দের মধ্যে কারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি।' পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বেড়া কাটার যন্ত্র, দড়ি, ব্যাগ, তার ও বাংলাদেশে তৈরি বিস্কুট ও রুটি উদ্ধার করেছে বলে তিনি দাবি করেন। ওই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্তৃপরে কাছে মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর আগে, সীমান্তের কাছে করিমগঞ্জ জেলার অন্য একটি চা বাগানে ৪৩ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল।

দুর্গাপুরে রেললাইনে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ১৯ জুলাই(হি.স.): রেললাইনে যুবকের রক্তাত্ব মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর মায়াবাজার এলাকায়। খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবারের।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সিন্টু সিং (২৪)। মায়াবাজার বিজয়নগরের বাসিন্দা। পেশায় পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক ছাঁট লোহা কারবারির সাথে যুক্ত ছিল। রাতুরিয়া-অঙ্গদপুর শিল্প তালুকে কলকারখানার যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলো। দুর্গাপুর ও কোকওভেন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রায় তিন মাস আগে পুলিশ তাকে লোহার যন্ত্রাংশ চুরির দায়ে গ্রেফতারও করেছিল।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সিন্টু। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলো সে। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও ওইদিন রাত্রে তার কোনও খোঁজ পাইনি। রবিবার ভোর ৫ টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা মায়াবাজার রেলগেটের কাছে তার মৃতদেহ দেখতে পায়। এবং পরিবারের লোকজন ও পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও রেল পুলিশ মৃতের দাদা সমীর সিং বলেন, ভাই রাতে বাড়ির বাইরে যায় না। এদিন রাতে হঠাৎই সে কোথাই চলে গেলো বুঝতে পারছিনা। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়নি। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার মোবাইল ফোন থেকে জানা যেতে পারে শেষ কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিলো। সঠিকভাবে তদন্ত হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।'

প্রায় ৬ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোসিটের নোটিশ, বিপাকে দুর্গাপুরে বন্ধ এইচএফসির আবাসিকরা

দুর্গাপুর, ১৯ জুলাই(হি.স.): বিদ্যুৎ সংযোগ বাবদ প্রায় ৬ লক্ষ টাকার জমা দেওয়ার দাবীতে নোটিশ রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগের। পাহাড় প্রমান ডিপোজিট জমা দিতে অপারগ রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন (এইচএফসি)। বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছন্ন হওয়ার শঙ্কায় আতঙ্কে আবাসিকরা। ডিপোজিট মিটিয়ে ব্যাক্তিগত সংযোগের ছাড়পত্রের দাবীতে সরব হল দুর্গাপুরে বন্ধ এইচএফসি আবাসনের আবাসিকরা। রবিবার সেই মর্মে কর্তৃপক্ষকে সম্মিলিতভাবে আবেদন জানাল।

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। সংস্থার আবাসনে প্রায় ১৬৮ পরিবার রয়েছে। সকলেই একসময় এইচএফসির কর্মী ছিলেন। চলতি মাসের ৭ তারিখে টাউনশিপের বিদ্যুৎ বাবদ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৩২ টাকা এক মাসের মধ্যে সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দেওয়ার নোটিশ পাঠায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। শুধু তাই নয়, ওই টাকা জমা না দিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করারও হুঁশিয়ারী দেয় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। আর সেই আশঙ্কায় রাতের ঘুম ছুটেছে বন্ধ এইচএফসির আবাসিকদের। রবিবার ওই ডিপোজিট জমা দিয়ে ব্যাক্তিগত ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ছাড়াপত্র দেওয়ার দাবীতে সরব হয় আবাসিকরা। এদিন সেই মর্মে একটি আবেদন পত্র কারখানা কর্তৃপক্ষের দুর্গাপুর ইউনিট ইনচার্জের কাছে জমা দেয়।

আবাসিকদের মধ্যে সুমন ব্যানার্জী জানান,'কর্তৃপক্ষ ওই ডিপোজিট দেওয়া সম্ভব নয় বলেছে। যদি না দেয় তাহলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে বলেছে। ততেই আতঙ্কে বজ্রপাতের মতো অবস্থা প্রবিন আবাসিকদের।

প্রায় সকলে বৃদ্ধ। করোনা আবহে এই বয়সে কোথায় যাবে, কি করবে আতঙ্কে রয়েছে।

তাই আপাতত এদিন লিখিত দাবী জানিয়েছি। সিকিউরিটি ডিপোজিট যাতে জমা দেয় কর্তৃপক্ষ। আলাদা করে ব্যাক্তিগতভাবে ডোমিস্টিক সংযোগ দেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হোক।

এবং সংস্থার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ব্যাবহার করতে দেওয়া হোক।'

যদিও এদিন এইচডিএফসির দুর্গাপুর ইউনিট ইনচার্জ গৌতম বিশ্বাস জানান,' প্রায় কুড়ি বছর আগে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। বলেছে, নিজেরা যেন আলাদা করে আবেদন করে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে নেয়।'

সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিস্থিতি বুঝে লকডাউন চালাতে পারে জেলা প্রশাসন, বার্তা রাজ্যের

কলকাতা, ১৯ জুলাই(হি. স.): রাজ্যে কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে লকডাউন নিয়ে নয়া নির্দেশিকা দিল রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জেলাশাসক কলকাতা পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে নিজেদের এলাকায় পরিস্থিতি বুঝে আগামী আরও পাঁচ থেকে সাত দিন তারা লকডাউন চালাতে পারে বলে অনুমতি দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

রাজ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ। প্রতিদিনই সংক্রমনের হারের রেকর্ড গড়ছে রাজ্য। রাজ্যে সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। তারপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যের কনটেইনমেন্ট জন গুলিতে সম্পন্ন লোকদের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। জানান হয়েছিল ওই সংক্রমিত এলাকা থেকে কেউ বাইরে বেরোবেন না এমনকি বাইরে থেকেও কেউ ওই এলাকায় প্রবেশ করতে পারবেন না। এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দেবে স্থানীয় প্রশাসন। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিষেবা ছাড়া ওই এলাকাগুলিতে সবরকম দোকান বাজার গণপরিবহন বন্ধ রাখার কথা ও জানানো হয়েছিল। লকডাউন শুরু হওয়ার সাত দিন পর যদি ওই সমস্ত এলাকা থেকে সংক্রমনের খবর না আসে তাহলে সেখানে লকডাউন শিথিল করা হবে বলে জানিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। এর মধ্যেই কলকাতায় প্রথমে ২৮ টি কনটেইনমেন্ট জোনের তালিকা দেওয়া হলেও পরে সেটি কমে বেড়ে বর্তমানে ৩২ এলাকায় দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে একদিনে মারা গেছেন ৩৭ জন, সুস্থ ১,৫৪৬

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৯।।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আর সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৬ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৩ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৩৪ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত দেশে এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ৬১৮ জন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৮ শতাংশ।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৬ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১৭৩ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৩৭৩ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জন।

তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৫৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ১ শতাংশ বেশি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১০ হাজার ৬২৫ জনের নমুনা পরীায় ২ হাজার ৪৫৯ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ২৫০ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১০ হাজার ৯২৩ জনের নমুনা পরীায় শনাক্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৭০৯ জন। তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ২৮ হাজার ২৯৯ জনের নমুনা পরীায় ২ লাখ ৪ হাজার ৫২৫ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ কম।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১০ হাজার ৯৩৫ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১০ হাজার ৬৩২ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ৩০৩টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৮০টি পরীাগারে নমুনা পরীা হয়েছে ১০ হাজার ৬২৫ জনের। আগের দিন নমুনা পরীা হয়েছিল ১০ হাজার ৯২৩ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ২৯৮টি কম নমুনা পরীা হয়েছে। তিনি জানান, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ৬৯ জন; ৭৯ দশমিক ০৩ শতাংশ এবং নারী ৫৪৯ জন; ২০ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৯০ থেকে ১শ' বছরের মধ্যে ১ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ২০ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৭ জন; দশমিক ৬৫ শতাংশ, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৯ জন; ১ দশমিক ১১ শতাংশ, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭৯ জন; ৩ দশমিক ০২ শতাংশ, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৮১ জন; ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩৭০ জন; ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৭৭৮; ২৯ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং ষাটোর্ধ ১ হাজার ১৬৪ জন; ৪৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। তিনি জানান, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন, রংপুর বিভাগে ১ জন এবং খুলনা বিভাগে ৭ জন রয়েছেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে ৩২ জন এবং বাসায় ৫ জন মারা গেছেন। এ পর্যন্ত বিভাগওয়ারী মৃতের সংখ্যা ঢাকা বিভাগে ১ হাজার ২৮৪ জন; যা ৪৯ দশমিক ০৫ শতাংশ; চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৬৬ জন, যা ২৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ; রাজশাহী বিভাগে ১৩৯ জন, যা ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ; খুলনা বিভাগে ১৬৩ জন, যা ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ; বরিশাল বিভাগে ৯৮ জন, যা ৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ; সিলেট বিভাগে ১২২ জন, যা ৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ; রংপুর বিভাগে ৮৮ জন, যা ৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৮ জন, যা ২ দশমিক ২২ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩২ জন, বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ জন বলে তিনি জানান।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৩০৫টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ১৯৩ জন, ২৪ ঘন্টায় রোগী ভর্তি হয়েছে ২৭৭ জন, ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়েছেন ১১৫ জন এবং শয্যা খালি আছে ৪ হাজার ৭০৬টি। ঢাকা মহানগরীতে আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ১৫০ জন এবং খালি আছে ৭৫টি শয্যা। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬৫৭টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩শ' জন, ২৪ ঘন্টায় রোগী ভর্তি হয়েছেন ৪২ জন, হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪১ জন এবং শয্যা খালি আছে ৩৬২টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ২১ জন এবং খালি আছে ১৮টি শয্যা। সারাদেশে অন্যান্য হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৭ হাজার ৭০২টি, ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৪৩ জন, খালি আছে ৫ হাজার ৮৯০টি শয্যা। সারাদেশে অন্যান্য হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা রয়েছে ১৯৩ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৯৫ জন। খালি আছে ১০৩টি আইসিইউ শয্যা। সারাদেশে হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৫ হাজার ৯৯৪টি, রোগী ভর্তি আছে ৪ হাজার ৩৩৬ জন এবং খালি আছে ১০ হাজার ৯৫৮টি শয্যা। সারাদেশে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৬৬২টি, রোগী ভর্তি আছে ২৬৬ জন এবং খালি আছে ১৯৬টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১২ হাজার ৭১টি। সারাদেশে হাই ফো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২৬১টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ১১০টি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৬০৯ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৮ হাজার ৫৯১ জন। আইসোলেশন থেকে ২৪ ঘণ্টায় ৫১৬ জন এবং এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার ৫৫৬ জন ছাড় পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ৪২ হাজার ১৪৭ জনকে।তিনি জানান, প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৬৮৬ জনকে। এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৯ হাজার ৯৯৭ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৫২৫ জন এবং এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৫০ হাজার ১৪৩ জন ছাড় পেয়েছেন। বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৯ হাজার ৮৫৪ জন।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ৯৬ হাজার ২৮৩টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ ২৪ হাজার ৬৮১টি ফোন কল রিসিভ করে টেলিমেডিসিন, স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৯৫ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিণ গ্রহণ করেছেন। গত ২৪ ঘন্টায় যুক্ত হয়েছেন ৩ জন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় কোভিড বিষয়ক টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করেছেন ৪ হাজার ৫২৪ জন। এ পর্যন্ত শুধু কোভিড বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছেন ৯৭ হাজার ৭১৬ জন। প্রতিদিন ৩৫ জন চিকিৎসক ও ১০ জন স্বাস্থ্য তথ্যকর্মকর্তা দুই শিফটে মোট ৯০ জন টেলিমেডিসিন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি জানান। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৬৮০ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৬০ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

বুলেটিন উপস্থাপনের শুরুতে করোনা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে নিকটস্থ বুথে নমুনা দিতে আসার আহ্বান জানিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, 'করোনা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সবাই শনাক্ত করতে এবং নমুনা পরীায় সহায়তা করুন। নমুনা সংগ্রহের বুথে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত নমুনা দিতে পারেন।

যারা বুথে যেতে পারবেন না তাদের জন্য রাজধানীতে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাই সবার প্রতি অনুরোধ, আপনারা কোনও রকম আতঙ্কিত না হয়ে পরীা করার জন্য নমুনা দিন, শনাক্ত করতে সহায়তা করুন। এই মহামারিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করুন।' করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

লাউদোহায় কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মারধরের অভিযোগে ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ১৯ জুলাই(হি.স.): কর্তব্যরত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার্সকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করল লাউদোহা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুকান্ত বাউরি, নজরুল হোসেন ও মুকেশ বাদ্যকর। তারা সকলেই লাউদোহা এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুরুবার রাত্রে লাউদোহা থানার দু''জন সিভিক ভলেন্টিয়ার্স প্রহরায় ছিল ঝাঁঝরা ওল্ড কলোনি এলাকায়। হনুমান মন্দির সংলগ্ন ওই এলাকায় প্রায় রাত ১২ টা নাগাদ ৭-৮ জন যুবক জড়ো হয়। কর্মরত

সিভিক ভলেন্টিয়ার্স কুশ কুমার ঘোষ ও চঞ্চল মাঝি সন্দেহভাজন যুবকদের কাছে যায়। অভিযোগ সেখানে কি কারনে তারা জড়ো হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই তাদেরকে মারধর করে ওই যুবকরা। প্রান ভয়ে ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। চিৎকার শুনে কোলিয়ারির নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে আসে ততক্ষণে অভিযুক্ত যুবকরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় জখম হয় ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু খিদিরপুরের ব্যাঙ্ক কর্মী

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে এস্থ শহরবাসী। আর এরই মাঝে যত সময় ততোই বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। আর এবার করোনা হানা খিদিরপুরের এক ব্যাঙ্ক-এ। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু খিদিরপুরের এক ব্যাঙ্ক কর্মী।

করোনা হানায় কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। অদৃশ্য ভাইরাসপূর্ণ থেকে বাঁচার উপায় কি তাই এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে সকলে। কিন্তু এরই মাঝে করোনা হানা দিল খিদিরপুরের এক ব্যাঙ্ক- এ। জানা যাচ্ছে,করোনা আক্রান্ত ওই ব্যাঙ্ক কর্মী ২০ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এরপর মৃত্যু হয় তার ।অন্যদিকে, করোনা হানা এসবিআইয়ের এক বাণিজ্যিক শাখায়। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যাঙ্ক কর্মীর। ক্যানিংয়ের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি।

ঝাড়গ্রামে দুটি পৃথক স্থানে বাজ পড়ে নিহত ১ মহিলা, আহত আরও ৬ জন

ঝাড়গ্রাম, ১৯ জুলাই (হি.স.): চাষের জমিতে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আর ছয় জন মহিলা। এদিন রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের দুটি পৃথক জায়গায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ঘটনা দু'টি ঘটেছে পায়রাকুলি ও সাংড়ো গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই মহিলার নাম রুবি নায়েক (৪৫) বাড়ি সাংড়ো গ্রামে এছাড়াও অন্যান্য আহতরা হলেন, মানকু হেম্ব্রম, গৃথমনি মাণ্ডি, সুমিত্রা মান্ডি, সলমা মুর্মু, অম্বিকা সিট, কল্পনা নায়েক এদের প্রথম চারজনের বাড়ি পায়রাকুলি এবং বাকি তিনজনের বাড়ি সংড়ো গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুটি পৃথক জায়গাতে জমিতে চাষের কাজ করছিলেন। সেই সময় এদিন দুপুরে হঠাৎ মেঘ বৃষ্টির সময় বজ্রপাত শুরু হয়। আর তখনি বাজ পড়লে দুটি জায়গায় মোট সাতজন গুরুতর আহত ভাবে আহত হয়। একজনকে অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় মানুষজনেরা তাদেরকে উদ্ধার করে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা রুবি দেবীকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। বাকি ছয় জনের চিকিৎসা চলছে। এদিকে মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌছানোর পরেই গোটা গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

হুগলীতে করোনা আতঙ্কে বিডিওকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা স্থানীয়দের

হুগলি, ১৯ জুলাই (হি.স) : আরামবাগ, বিডিও-কে নিজের ভাড়া বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গেছে, ওই এলাকায় গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সুরশ্রী পাল।

ঘটনার সূত্রপাত আরামবাগ গোঘাট এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তারই জেরে আতঙ্ক ছড়ায় আরামবাগ বাসিন্দাদের। আজ দুপুরে বিডিও যখন নিজের ভাড়া বাড়িতে ঢুকতে যান। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বিডিও-কে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন ওখানকার বাসিন্দারা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কোষ এবং শরীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম

হাড়, মাংশপেশী, দাঁত, কোষ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ হাজার মিলিগ্রাম ক্যালিসয়ামের প্রয়োজন হয়। যা প্রায় তিন আট আউন্স গ্লাস পরিমাণ দুধ থেকে পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি নিরামিষাশী হন বা দুধ যদি সহ্য না হয় অথবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে ভালো না লাগে, তাহলে কী করবেন ? দুধ ও দুগ্ধভাত খাবার ছাড়াও অন্য অনেক খাবার থেকেই ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ব্রকলিঃ দুই কাপ পরিমাণ ব্রকলিতে রয়েছে ৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম ছাড়াও ব্রকলিতে রয়েছে একটি কমলালেবুর তুলনায় দ্বিগুণ ভিটামিন সি। তাছাড়া ব্রকলি ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমিয়ে আনতে পারে।

কমলালেবুঃ বড় আকারের একটি কমলালেবুতে থাকে প্রায় ৭৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। আর এক কাপ কমলার রসে থাকে ২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া ভিটানি সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার হিসেবে এই ফলের জুড়ি নেই।

স্যামন মাছ ঃ আমাদের দেশে এখন যে কোনও বড় দোকানে টিনজাত স্যামন মাছ পাওয়া যায়। আধা টিন স্যামন মাছে থাকে প্রায় ২৩২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

ট্যারশ ঃ এক কাপ পরিমাণ ট্যারশে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ফাইবারযুক্ত খাবারের দারুণ একটি উৎস হলো এই সবজি।

কাজুবাদাম ঃ এক আউন্স পরিমাণ কাজুবাদামে থাকে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া সারাদিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ১২ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে এই বাদাম। তাছাড়া কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই এবং পটাশিয়াম। এছাড়া লালশাক, কচুশাক, পালংশাক ইত্যাদি শাকেও প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। কাঁচকলা, বিট, কচু, কচুরমুখী, মিষ্টিআলু, ওল, ধনেপাতা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটি ইত্যাদি সবজিতেও পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। পেয়ারা, তরমুজ, জলপাই, আতা, আঙুর, জাম ইত্যাদি মৌসুমি ফল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায়ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপেল--- আপেল রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের কোলেস্টেরল কমায় ও রক্তনালীতে প্লাক জমার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১টি আপেল রক্তনালির শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রকলি--- ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালী নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

ব্রকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি--- দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালিতে প্লাক জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

তৈলাক্ত মাছ---

তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্ত ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তিসী--- তিসী বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালির প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সে সাথে রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করে। গ্রিন টি--- গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাচেটিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিদিনের চা কফির পরিবর্তে গ্রিন টি পান করলে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত হয়। কমলার রস --- গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন ২ কাপ পরিমাণে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কমলার রস পান করলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এবং কমলার রসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালির সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে ফলে রক্তনালি ড্যামেজ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে

দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইলে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝঁকি কমাতে চাইলে সাইকেল চালান। কারণ, এতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমবে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব গ্লাসগোর বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত কর্মক্ষেত্র সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর গবেষণা করে গবেষকরা দেখেন, যারা নিয়মিত সাইকেল চালান তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়। তাছালা এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে ৪১ শতাংশ। গবেষণায় আরো যে বিষয়টি ওঠে এসেছে, তা হল কর্মক্ষেত্র যাওয়ার জন্য গণপরিবহন কিংবা গাড়ির ওপর নির্ভর না করে যারা হাঁটেন তারাও এসব রোগ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশি সহায়ক হয়। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো দুই প্রক্রিয়ার উপকার সমান নয় কেন? এর ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ কম পথ হাঁটেন। হেঁটে মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সাইকেল চালালে সপ্তাহে ৩০ মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাইকেল চালিয়ে যতবেশি পথ অতিক্রম করা যাবে স্বাস্থ্য উপকারিতা ততই বেশি হবে। যারা সাইকেলও চালান আর গণপরিবহনেও যাতায়াত করেন তারাও স্বাস্থ্য উপকারিতা পান বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে হাঁটার চেয়ে সাইকেল চালানোর উপকারিতা বেশি বলেই মত গবেষকদের। কারণ, সাইকেল হাঁটার চেয়ে বেশি ব্যায়াম হয় এবং বেশি সময় ধরে তা হয়।

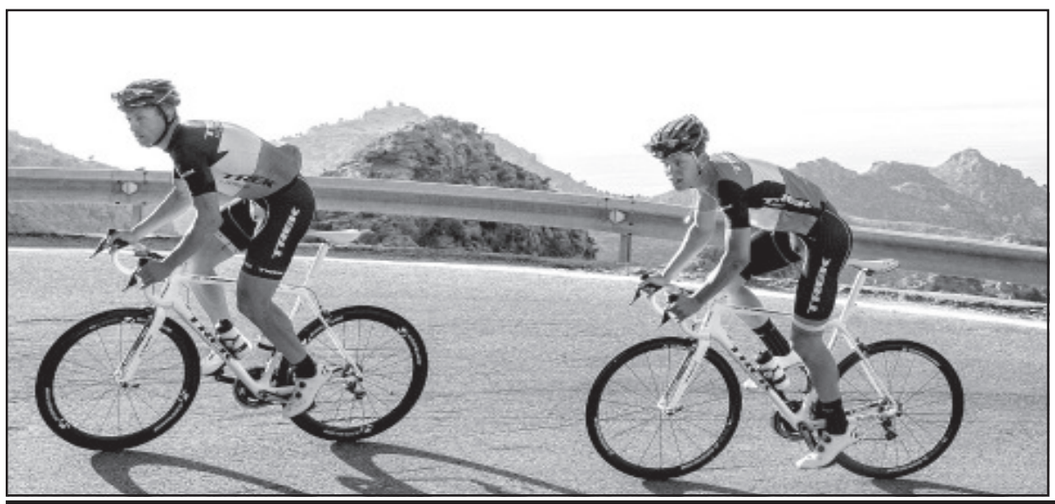

দশটি ভাইরাসের কথা

এবোলা ভাইরাসের কথা শুনে আপনার মনে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নয়। এমনকি এইচআইভিও নয়। তাহলে সবচাইতে বিপজ্জনক ভাইরাস কোনটি?

মারবুর্গ ভাইরাস--- পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানির লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ হলেও এই শহরের সঙ্গে সেটির আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলোর মতই, তবে এতে আক্রান্তের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

এবোলো— এবোলো ভাইরাসের পাঁচটি ধরন রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, জাইরি, সুদান, তাই ফরেস্ট, বুন্ডিবিগিয়ো এবং রোস্টান। বর্তমানে গিনিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মহামারী ছড়াচ্ছে। আর এটিই এবোলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংস্করণ, যাতে মৃত্যুর শঙ্কা ৯০ শতাংশ।

হেন্টাভাইরাস— হেন্টা ভাইরাস বলতে অনেক ধরনের ভাইরাসকে বোঝানো যায়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় হেন্টা নদীর তীরে অবস্থানকালে মার্কিন সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এতে আক্রান্তের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বর এবং কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া।

বার্ড ফ্লু— বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতই আতঙ্ক তৈরি করছে। এটা যৌক্তিকও কেননা এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ। তবে এতে সংক্রমণ সহজ নয়।

শুধুমাত্র হাস মুরগির সংস্পর্শে গেলে এতে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এশিয়াতে এই ভাইরাস সংক্রমণের হার বেশি। কারণ সে অঞ্চলের অনেক মানুষ মুরগির খুব কাছে বসবাস করেন।

লাসা ভাইরাস— নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

জুনিন --- আজেন্টিনার হেমোরেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জুনিন ভাইরাস। সমস্যা হচ্ছে এটির লক্ষণ অনেক রোগের লক্ষণের মতো হওয়ায় শুরুতেই এটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাসন ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাস টিক পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

মাচুপো ভাইরাস— বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসেবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত। জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস— ভারতের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী বনভূমিতে প্রথম কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস বা কেএফডি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। সেটা ১৯৫৫ সালের কথা। এই ভাইরাস টিকের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তবে ঠিক কারা এটা বহন করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

ধারণা করাহয় ইঁদুর, পাখি এবং বন্য শুকর কেএফডি ভাইরাস বহন করে থাকতে পারে। ডেঙ্গু— ডেঙ্গু জ্বর এক নিয়মিত হুমকি। তাই আপনি মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করলে, ডেঙ্গু সম্পর্কে আগে খোঁজ নিয়ে নিন। মশাবাহিত এই ভাইরাসে প্রতিবছর পর্যটনের জন্য বিখ্যাত থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশে সব মিলিয়ে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হন। তবে পর্যটকদের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এই ভাইরাস বড় হুমকি।

মনের মানসিক চাপ থেকে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়

পড়াশোনার চাপ, কাজের চাপ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপ— এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে স্ট্রেস। এটা শুধু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না, বরং আমাদের শরীরের ওপরেও রয়েছে এর অনেক রকমের বিরূপ প্রভাব। অল্প কিছু স্ট্রেস আমাদের জন্য ভালো হল্যে এই স্ট্রেস যখন দীর্ঘস্থায়ী এবং নিয়মিত একটা ব্যাপারে পরিণত হয় তখনই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব বেশি স্ট্রেসে থাকা অবস্থায় যখন আমাদের অকারণেই বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা যায় তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করি আমরা। কিন্তু এসব অসুস্থতার পেছনে দায়ী একজনই, আর সে হল দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস। দেখুন এই স্ট্রেস আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমায়— প্রচন্ড স্ট্রেসে থাকলে আপনার শরীরে কর্টিসল নামের একটা হরমোন বেড়ে যায়। এই কর্টিসল বাড়লে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শরীরে স্ট্রেস তৈরি হয় এবং স্ট্রেসের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষকরা দেখেন, ভারী ব্যায়ামের ফলেও শরীরে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ে এবং থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল যে কোনো কা অতিরিক্ত পরিমাণে করতে গেলে তা থেকে শরীর স্ট্রেসে পড়বে এবং ক্ষতি হবে, সেটা ভারী ব্যায়ামই হোক আর অতিরিক্ত কাজের চাপই হোক। নারীদের মাসিক হবার সময়ে কিছু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন।

পিএমএস এর লক্ষণের মাঝে রয়েছে বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অকারণে বিরক্ত হবার প্রবণতা, পেট ব্যথা, শরীরে জল আসা ইত্যাদি। এই অস্বিস্তকর উপসর্গগুলো বাড়ায় স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এবং মাসিকের হরমোন প্রোজেস্টেরান শরীরের ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে প্রোজেস্টেরোন নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। ফলে এ সময়ে পিএমএস বেশি হয়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো মাস জুড়েই স্ট্রেসের পরিমাণ কম রাখতে চেষ্টা করুন। বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা— মধ্যবয়সী মানুষের কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি হয় বেশি, আর এই স্ট্রেসের ফলে তারা খুব সহজেই বুড়িয়ে যান। ফিনল্যান্ডের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, এ সময়ে স্ট্রেসের পরিমাণ যত বেশি হয়, পরবর্তীতে তাদের চলনশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি দেখা যায়। কর্টিসলের পরিমাণ বেশি হলে নিজেকে মনে হয় অনেক বেশি মোটা, দুর্বল, এবং বুড়ো। কম বয়সেই স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে রাখার উপদেশ দেন ডাক্তাররা, তাহলে পরবর্তীতে কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি কম হয়। এর বেশ ভালো একটি প্রতিকার হতে পারে ধ্যান বা মেডিটেশন।

বাড়ায় পেটের চর্বি— ৩৫ বছর ব্যাপী এই সুইডিশ গবেষণায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের ওপরে স্ট্রেসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এসব মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে শরীরে ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া কমে যায় ফলে ইনসুলিন বাড়ে। এতে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। এক সূত্রে জানা যায়, এক দল মহিলার ওপরে ১৫ বছর ধরে করা এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, যেসব মহিলা বেশি বেশি রাগ, উত্তেজনা বা স্ট্রেসে থাকেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্ক সংকুচিত করে ফেলে স্ট্রেস অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এমন ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোকে ছোট করে আনে স্ট্রেস। ফলে পরবর্তীতে বেশ মারাত্মক মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ওপরে প্রভাব ফেলে--- শুধু আমাদের ওপরেই নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপরেও স্ট্রেসের প্রভাব পড়তে পারে। আমাদের জিনের মাঝে এই স্ট্রেসের চিহ্ন থেকে যায়।

ফলে তাদের জীবনেও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাও। রোগের প্রকোপ বাড়ায়— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ট্রেস। এটা একদিক দিয়ে যেমন ঠান্ডা জ্বরের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাড়ায় আর্থ্রাইটিস বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। স্ট্রেস থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোক, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রেসের ফলে।

রবিবার আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাটিগড়ায় ফের নয় জন করোনা পজিটিভ, মোট আক্রান্ত ৫১ জন, তীব্র হচ্ছে গোষ্ঠী সংক্রমণের আতঙ্ক

কাটিগড়া (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় করোনা ভাইরাসের হামলা দ্রুত বাড়তে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল কাটিগড়ায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। সীমিত আকারের ভৌগলিক অবস্থানের কাটিগড়ার কালাইন বাজার, চৌরঙ্গি বাজার, কাতিরাইল প্রভৃতি এলাকায় প্রায় প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা। আর এ জন্য বস্তুত একাংশ মানুষের বেপরোয়া জীবলশৈলীকে দায়ী করছেন সচেতন নাগরিকরা।

গত ১৬ জুলাই মোট ৩৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ করছিল স্বাস্থ্য বিভাগ। কালাইন সিএইসসি ল্যাবরেটরিতে সংগৃহীত হয় ৩৩ জনের সোয়াব। মোহনপুর সাব সেন্টারে ১৭ জুলাই আরও ৪০ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। এভাবে করোনা পরীক্ষায় দফায় দফায় চলছে সোয়াব সংগ্রহ কর্মসূচি।

শনিবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আরও ৯ জন করোনা পজিটিভ আক্রান্তের রিপোর্ট আসে। তার মধ্যে কালাইন বাজারের হাসপাতাল ঘেঁষা একটি ফার্সফুডের মালিক জিশু দাস (৪০) সহ কাতিরাইলের আরও আটজন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। জিশু দাসের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িছে গোটা কালাইন এলাকায়।

জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই সোয়াব সংগ্রহের পরও যথারীতি জিশুবাবুর দোকান খোলা ছিল। কালাইন এলাকার জনপ্রিয় ফার্সফুডের দোকান হিসেবে সর্বজনবিদিত। এছাড়া জিশুর সঙ্গীসাথীরা প্রায় রাতে কালাইন বাজারের একটি বাড়িতে বসে দশ-পঁচিশ (পাশা) খেলায় ব্যস্ত থাকতেন বলে খবর ছড়িয়েছে বাজার এলাকায়। পাশাখেলায় ওই বাড়িতে প্রায় রাতে ভিড়ও জমত বেশ। স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী ও নেতা নিয়মিত জমায়েত হতেন ওই দশ-পঁচিশ খেলায়। তাঁদের মধ্যে অনেকের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু জিশু দাসের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় সেই দশ-পঁচিশ খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গোপনে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, বেড়েছে আতঙ্কও।

এদিকে কালাইন কাটিগড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে কোনও রকমের ট্র্যাভেল হিস্ট্রি ছাড়া করোনা পজিটিভের সংখ্যা পৌঁছেছে ৫১-তে। ফলে কাটিগড়ার কাতিরাইল ও কালাইন বাজার এলাকার কতিপয় বেপরোয়া লোকজনদের উল্টো জীবনশৈলীর গতিবিধিতে গোষ্ঠী সংক্রমণের আতঙ্কে কাঁপছেন এলাকার সচেতন জনগণ।

শনিবারের রিপোর্টে কাতিরাইল থেকে আক্রান্তরা হলেন, স্বরূপ চৌধুরী (২০), দেবাশিস চৌধুরী (৪০), শিবাশিস চৌধুরী (৪৮), প্রভা দেব (৭৬), অনিমা চৌধুরী (৭৮), দুলু দেব (৫৭), সোনারজিৎ চক্রবর্তী (৫৯) এবং রিঙ্কি দেব (৩৩)।

উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে ২ জুলাই দুজন আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩ জন, তৃতীয় পর্যায়ে ১০ জলাই ২৩ জন, ১১ জুলাই ২ জন, ১৫ জুলাই ২ জন এবং ১৮ জুলাই ৯ জন মিলে কাটিগড়ায় মোট ৫১ জন হয়েছেন করোনা পজিটিভ রোগী। তাই অপ্রত্যাশিত গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্য বিভাগ সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে কাটিগড়ার জনগণের সামগ্রিক জীবনশৈলীর ওপর। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার ও ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডা. মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক। বর্তমান করোনা অতিমারির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমগ্র কাটিগড়ার জনমনে গোষ্ঠী সংক্রমণের আতঙ্ক তীব্রতর হচ্ছে।

চিনের সঙ্গে যুঝতে রণনীতি তৈরি করবে বায়ুসেনার শীর্ষ কমান্ডাররা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): আগামী ২২ থেকে ২৩ জুলাই দিল্লিতে বসতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা শীর্ষ কমান্ডার পর্যায়ে দুদিনের সম্মেলন।পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের জেরে যে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়ে রণনীতি নির্ধারণ এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই বৈঠকে বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে বায়ুসেনার চিনের যেকোনো জবাব দিতে প্রস্তুত। ৮ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে জবাব দিতে তৈরি বায়ুসেনার প্রতিটি পাইলট।ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাকে বায়ুসেনার সুখোই ৩০ এম কে আই, মিরাজ ২০০০, মিগ ২৯, জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমান চিনা সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী ঘাতক শ্রেণীর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার।মনে করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের হাতে ফ্রান্স থেকে চলে আসবে ছটি রাফাল যুদ্ধবিমান।এগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে বাড়তি মিগ ২৯ এবং সুখোই ৩০ এম কে আই কিনতে চলেছে। বৈঠকে ভারতের এয়ার চিফ মার্শাল আরকেএস ভাদোরিয়া মিলিত হবে বায়ুসেনার সাতজন শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারের সঙ্গে। পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে একই সময়ে লড়াই করতে কতটা প্রস্তুত বায়ুসেনা তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।এছাড়াও সীমান্তে আকাশপথে নজরদারি চালানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সমরাস্ত্র ইসরায়েল থেকে কেনা হচ্ছে।সেই বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। জানা গিয়েছে রাফায়েল যুদ্ধবিমান এ ব্যবহৃত হওয়া মিটিওর শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র ইতিমধ্যেই আম্বালা এয়ার বেঁচে পৌঁছে গিয়েছে।

সম্প্রতি পূর্ব লাদাখ এগিয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল অনেক বাড়িয়ে ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে, চিফ অফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।

মিন্টো ব্রিজের আন্ডারপাস থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): বৃষ্টির জেরে জেরবার দিল্লি। জলমগ্ন রাজধানীর একাধিক সড়ক।এরই মাঝে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।রাজধানীর ঐতিহ্যশালী মিন্টো সেতুর আন্ডারপাসে অতিরিক্ত মাত্রায় জলমগ্ন হওয়ার জেরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। আন্ডারপাসের জল এত পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল যে দিল্লি পরিবহন নিগমের একটি বাস প্রায় পুরোটাই ডুবে গিয়েছিল।বাসটিরটুকু ছাদ শুধু দেখা যাচ্ছিল।ঘটনাস্থলে দমকল গিয়ে বাসের যাত্রী ও চালক এবং কন্ডাক্টরকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির নাম বছর ৬০ কুন্দন সিং। পেশার টেম্পোচালক।জলমগ্ন আন্ডারপাসের মধ্য দিয়ে নিজের ছোট্ট টেম্পোটিকে (টাটা এস)চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কুন্দন।কিন্তু আন্ডারপাসের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে যায় টেম্পটি।ঘটনাস্থলেই তলিয়ে যায় কোন কুন্দন।প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে জলে তলিয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে টেম্পোচালক এর।নিহতের শরীরে কোনও রকমের ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি।ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।সিআরপিসি ১৭৪ থানায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মৃতের বাড়ি কনাট প্লেস এর শংকর মার্কেটের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এর পাশে। পরিবারে তার স্ত্রী ও দুই কন্যা রয়েছে। তারা দিল্লিতে বসবাস করলেও তাদের আদি বাড়ি উত্তরাখণ্ডে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে।

উত্তর দিল্লি পৌরসভার মেয়র জয়প্রকাশ মিন্টো ব্রিজের আন্ডারপাসে জল জমে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দায়ী করেছেন। রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। দিল্লির পূর্ত দফতর এবং জল বোর্ড রাজ্য সরকারের অধীনে। ফলে এই দায় তাদেরকে নিতে হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উচিত অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা।

অসমে দুরন্ত কোভিড-১৯, আক্রান্ত মোট ২২,৯৮১ জন, মৃত্যুর সংখ্যা ৫৮

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : অসমে দুরন্ত গতিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার সরকারিভাবে নতুন আক্রান্তের তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে শনিবার রাত ১১.৫৫ মিনিটে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল টুইট আপডেটে গতকাল নয়া মোট ১,১১৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র গুয়াহাটির ৫১৫ জন। শনিবারের আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২,৯৮১-এ। তবে এর আগে রাত সাড়ে নয়টায় এদিন মোট ১,০৬০কে সুস্থ বলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। কোভিডমুক্তের সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ১৫,১৬৫। এছাড়া অসমে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের। এই তথ্য গতকাল রাতে মন্ত্রী জানালেও আজ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নাকি আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিহতদের মধ্যে একজন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানও রয়েছেন। নাম এসকে ওয়াগলে। তাঁকে গতকাল রাত প্রায় ১১.৪০ মিনিটে মাসিমপুর সেনা হাসপাতাল থেকে শিলচর মেডিক্যালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। মারা যাওয়ার পর নাকি রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। ওই টেস্টে তাঁর পজিটিভ পাওয়া গেছে। এদিকে মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৭,৭৬০ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, অসমে শুক্রবার ১,২১৮ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে এক গুয়াহাটি মহানগরের রয়েছেন ৫৭০ জন। একইভাবে বৃহস্পতিবার ৮৯২ জনের মধ্যে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারের ১৮৪ জন ছিলেন। বুধবার ১,০৮৮ জনের মধ্যে ৬৪৯ জন রোগী ছিলেন গুয়াহাটির।

কাছাড়ে করোনায় মৃত্যু আধাসেনা জওয়ানের

শিলচর (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে আসাম রাইফেলস-এর এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে কাছাড় জেলায়। ৪৬ বছরের এই জওয়ানকে শনিবার রাত প্রায় ১১টা ৪০ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। এসকে ওয়াগলে নামের এই জওয়ানকে ভরতি করার পর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। রেজাল্ট আসে পজিটিভ। কিন্তু চিকিৎসা শুরু করার প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ওয়াগলে। আজ এখন পর্যন্ত কাছাড় জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চার জন মারা গেলেও সরকারি ভাবে কেবলমাত্র একজনকেই মৃত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানান, আসাম রাইফেলস-এর এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁর চিকিৎসা ও মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডে পাঠানো হয়েছিল। এর পর জওয়ানের করোনায় মৃত্যু হয়েছে বলে আজ বিকেলের দিকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, এর আগে আরও তিন জনের মৃত্যুর পর করোনা ধরা পড়ে। এরা হলেন নরসিংপুর নিবাসী শান্তি নাথ এবং শিলচর জানিগঞ্জের নারায়ণ মিত্র, শিবালিক পার্কের বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি মালা দত্তমজুমদার। যেহেতু তাঁদের মৃত্যুর পর রিপোর্ট পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল তাই নাকি তাঁদের মৃত্যু করোনায় হয়নি বলে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাছাড় জেলায় একজনও করোনায় মারা যাননি, অন্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে অসম পুলিশের মোট ৮২৩ জন কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়েছেন বলে রাজ্য পুলিশের এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং তাঁর টুইটারে জানিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত ৪৪৪ জন সংক্রমণের কবল থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এডিজিপি জানান, ভাইরাসের কবলে রাজ্য পুলিশের এক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ৮১৪ জন পুলিশ কর্মী কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। ২৯ জন কর্মী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে কর্তব্যে যোগ দিয়েছেন।

সর্বভারতীয় মহিলা কং সভানেত্রী সুস্মিতা দেব করোনা যুদ্ধে জয়ী, ফিরেছেন বাড়ি

শিলচর (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব করোনা যুদ্ধ জয় করে আজ বাড়ি ফিরেছেন। শনিবার দ্বিতীয়বারের টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। এগারো দিন হাসপাতালবাসেও কোনও শারীরিক সমস্যা বোধ করেননি তিনি। তাই টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর ডাক্তাররা আজ (রবিবার) তাঁর সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে দেখে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছেন। তাঁর সকল রিপোর্ট ডিসচার্জ বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছিল শনিবার। বোর্ডই ডিসচার্জের ব্যাপারে চূড়ান্ত নিয়ে সুস্মিতা দেবকে আজ বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়েছে।

এদিকে করোনা মুক্ত হয়ে সুস্মিতা দেব শিলচর মেডিক্যাল কলেজের সকল চিকিৎসক, স্টাফ, নার্স এবং সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আগামী সাতদিন তিনি নিজের বাড়িতেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কোভিড আক্রান্ত শিলচরের গ্রিনহিল হাসপাতালের কর্ণধার রুদ্রনারায়ণ গুপ্তের সংস্পর্শে আসার পর গত ৭ জুলাই তাঁর সোয়াব নেওয়া হয়। ৮ জুলাই তাঁর রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তখন তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ক্যাবিনে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর অবশ্য কোনও ধরনের উপসর্গ ছিল না।

সুস্মিতা দেবের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পরার পর শিলচর কংগ্রেস দফতর ইন্দিরা ভবন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

রৌপ্য ইট দিয়ে রাম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

অযোধ্যা, ১৯ জুলাই (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চূড়ান্ত না জানান হলেও ৫ আগস্ট শ্রী রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্যভূমি পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে।ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই ভূমি পূজা করবেন। আর এর জন্য প্রায় ৪০ কেজি ওজনের একটি রৌপ্য ইট প্রস্তুত করা হয়েছে যা দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করা হবে।

রবিবার এই রূপার ইটটিকে চূড়ান্ত করেছেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস। শনিবার, অযোধ্যার সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সভায়, ৩ অথবা ৫ আগস্ট মন্দির নির্মাণের জন্য জমিটি পূজা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ভূমি পূজন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। শনিবার বৈঠকটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হওয়ার পরে প্রস্তাবিত তারিখগুলি প্রধানমন্ত্রীকে প্রেরণ করা হয়। সরকারী কর্মসূচি সেখান থেকে এখনও আসেনি, তবে ভূমি পূজনের জন্য ৫ আগস্ট দিনটিকে চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনা করে প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

রাজস্থানে নতুন করে ১৯৩ বেড়ে মোট করোনা আক্রান্ত ২৮৬৯৩ জন

জয়পুর, ১৯ জুলাই (হি. স.): রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে মরু রাজ্য রাজস্থানে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৯৩ জন। নিহত তিন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৬৯৩।নিহত ৫৫৬। ইতিমধ্যেই করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২১২৬৬। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৮৯০২ সব মিলিয়ে দেশজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭৭৬১৮।

উল্লেখ্য, রাজ্যের চিকিৎসক মহল থেকে জানা গিয়েছে রাজ্য সরকার বর্তমানে নিজের গদি বাঁচাতে ব্যস্ত। ফলে প্রশাসনিক নজরদারির একটা অভাব দেখা দিয়েছে। যার জেরে বিপর্যস্ত হচ্ছে করোনা চিকিৎসা। বিগত কয়েকদিন তীব্র রাজনৈতিক নাটকীয়তার মাঝে কেটেছে রাজস্থান। একদিকে পঙ্গপালের হানা অন্যদিকে করোনা এর মাঝে মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের মন্ত্রীরা সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিল। তাই একটা গাফিলতি প্রশাসনের তরফে দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

করোনা আক্রান্ত পরিজনকে হাসপাতালে নিতে বাধা পরিবারের

কলকাতা, ১৯জুলাই (হি. স): এনআরএসে ভর্তি দুই প্রসূতির নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এরপর নিয়ম অনুযায়ী ওই রোগীদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় রোগীর পরিবার। কার্যত পুলিশের সামনেই গায়ের জোরে গাড়ি থেকে প্রসূতিদের নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় পিপিই। যেখানে হাসপাতালে গাফিলতির অভিযোগে পাওয়া যাচ্ছে না বলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পরিজনেরা ঠিক সেখানেই করোনা পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও পরিজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বাধা হয়ে দাঁড়ালো খোদ রোগীর পরিবার।

এনআরএস হাসপাতলে ৪৫ বছর বয়স্ক আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসিন্দা এবং ১৭ বছরের ট্যাংরার বাসিন্দা দুই আসন্নপ্রসবা ভর্তি হয়। সেখানে ১৪ জুলাই তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হলে ১৬ জুলাই সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এনআরেসের গাইনি ওয়ার্ড থেকে রোগীদের মেডিক্যালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। নিয়ম মেনেই সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে পিপিই পরিয়ে প্রসূতিদের তোলা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই ঘটে বিপত্তি। প্রসূতিদের বাড়ির লোকজন বেঁকে বসেন। সাফ জানিয়ে দেন, রোগী করোনা পজিটিভ তা তাঁরা মানছেন না। তাঁরা রোগীদের বাড়ি নিয়ে যাবেন। মেডিক্যালে পাঠানো যাবে না। হাসপাতালের তরফে তাদের বোঝানো হলেও কাজ হয়নি। এদিকে এরপর এনআরএসের ডার্মাটোলজি ওয়ার্ডে 'রেফারেল ডিসচার্জ' হওয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে ১৮ শয্যার আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে সেখানে ওই দুই প্রসূতিকে রাখার ব্যবস্থা করা হলেও রাজি হয়নি তাদের পরিবার। এটা বাধ্য হয়েই "লিভ এগেইনস্ট মেডিকেল এডভাইস" বন্ডে সই করিয়ে ওই প্রসূতিদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে, এনআরএসের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডা. শান্তনু সেন জানিয়েছেন, "দু'জন রোগীই 'রেফারাল ডিসচার্জ' হয়ে গিয়েছিলেন এনআরএস থেকে। মেডিক্যাল কলেজ যাওয়ার পথে গেটের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে এই ঘটনা ঘটান রোগীর পরিজনরা। স্বভাবতই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশ আউটপোস্টে খবর দেয়। তারা পুলিশকে মনে করিয়ে দেয়, ট্রানজিটে থাকা ওই রোগী কিন্তু পুলিশের হেফাজতে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। গায়ের জোরে রোগীকে বাড়ি নিয়ে যান পরিজনরা।' এদিকে গোটা বিষয়টি কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপারকে।

শ্রীনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে জারি লকডাউন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): করোনার জেরে জেরবার জম্মু ও কাশ্মীর শ্রীনগর। ফলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং করোনা সংক্রমণ চক্র ভাঙার উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যশালী এই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে লকডাউন জারি করল প্রশাসন। প্রশাসনের এই ঘোষণার জেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে শ্রীনগরবাসি।

তাদের দাবি এই পদক্ষেপের ফলে শ্রীনগরে করোনার বাড়বাড়ন্ত কিছুটা হলেও কমবে। আগে যখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কম ছিল তখন সরকারের তরফ থেকে লকডাউন শিথিল করে দেওয়া।কিন্তু এখন বেড়ে যাওয়ার ফলে ফের কঠোরভাবে লকডাউন জারি করা হবে।প্রশাসনের তরফ থেকে জনগণকে লকডাউন বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জরুরী কাজ না থাকলে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যক পরিষেবাকে লকডাউনের বাইরে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ১৩ হাজারের বেশি।

জন লুইসের প্রয়াণে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট তথা কংগ্রেসম্যান জন লুইসের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৮০ বছর বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গত হয়েছেন জন লুইস। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, সিভিল রাইটস আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা, অহিংস এবং গান্ধীজীর মূল্যবোধের চলা জন লুইসের প্রয়াণে শোকাহত। তার পরম্পরা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলবে উল্লেখ করা যেতে পারে,খ দীর্ঘদিন ধরে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে ভুগছিলেন জন লুইস।শুক্রবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি জানিয়েছেন, আমেরিকান ইতিহাসে এক মহানায়ককে আজ হারালাম।

বিজেপি কখনও রাজস্থানে আস্থা ভোটের দাবি জানায়নি গুলাব চন্দ কাটারিয়া

জয়পুর, ১৯ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানে কংগ্রেসের অন্তঃকলহের মধ্যে বিজেপিকে অযথা টেনে আনা হচ্ছে।বিজেপি কখনও রাজস্থানে আস্থা ভোটের দাবি জানায়নি বলে রবিবার পাল্টা দাবি করেছেন গেরুয়া শিবিরের বর্ষীয়ান নেতা গুলাব চন্দ কাটারিয়া। রবিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা গুলাব চন্দ কাটারিয়া জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত বিজেপির তরফে আস্থা ভোটের দাবি জানানো হয়নি। যদিও কংগ্রেসের অন্তঃকলহের ওপর নজর রাখছে বিজেপি। সঠিক সময় যোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া আলোচনার মাধ্যমে হবে। কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত অযথা বিজেপিকে কংগ্রেসের অন্তঃকলহের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে।

ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্মতি নিয়ে রাজ্য সরকার ফোন আড়ি পাততে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তি অধিকার নেই ফোনে আড়িপাতার। মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে কর্মরত অফিসার ইন স্পেশাল ডিউটি লোকেশ শর্মা আইন ভঙ্গ করে আড়ি পেতে গিয়েছে।উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন হয়েছে, অভিষেককে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্ক থাকলেও রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। আর এবার তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল সভাকে কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। "ভার্চুয়ালে খোকাবাবুকে দেখতে পেলাম। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন হয়েছে" রবিবার তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুর চড়ালেন দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু আরও বলেন, "চারমাস খোকাবাবু কোথায় ছিলেন। এখন পাঁচ লাখ জোগাড় করছেন সেবা করবেন। ভার্চুয়ালে খোকাবাবুকে দেখতে পেলাম। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন হয়েছে। মোজি যখন ভার্চুয়াল সভা করেছিলেন, দিদিমণি তখন হেসেছিলেন, বসেছিলেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে নাকি বিজেপি ভার্চুয়াল সভা করছে। আসলে তিনি এর অর্থই তখন বুঝতেন না। মোদীজির ভার্চুয়াল সভাতে এত মানুষের সমাগম হল, আর উনি হাসলেন। তারপর হয়তো ওঁকে কেউ বুঝিয়েছেন যে ভার্চুয়াল সভাতে টাকা খরচ হয় না, তাই নিজেও করে ফেললেন। আসলে বিজেপিকে দেখেই সব করেন উনি "।এরপরেই রেশন দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, " যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, যাঁরা একটাও ত্রিপল পাননি, যাঁরা খাবার পাচ্ছেন না, তাঁদের কথা তখন মনে পড়েনি! বিজেপি ৩৫ লক্ষ পরিবারকে চাল ডাল ও ২০ লক্ষ পরিবারকে রান্না করা খাওয়ার খাইয়েছে। তখন তৃণমূলের এই পাঁচ লক্ষ ভলেন্টিয়ার কি চাল লুঠ করতে ব্যস্ত ছিল"।

অধ্যাপক হতে চান দিনমজুরের কন্যা

বাঁকুড়া, ১৯ জুলাই(হি. স.): উচ্চমাধ্যমিকের কলা বিভাগ থেকে রাজ্যের সম্ভাব্য প্রথম বাঁকুড়ার রিয়া দত্ত ইংরেজির অধ্যাপক হতে ইচ্ছুক। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে চায় দিনমজুর পরিবারের এই মেয়ে।অত্যন্ত গরিব পরিবারের মেয়ে রিয়া এবার বাঁকুড়ার ওন্দা হাইস্কুল থেকে কলা বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল। বাড়ি স্থানীয় বহড়ামুড়ি গ্রামে।বাবা সত্যরাম দত্ত দিনমজুরি করে সংসার চালান।তার দুই সন্তানের মধ্যে ছেলে সন্দীপকে উচ্চমাধ্যমিকের পর আর পড়াতে পারেননি সত্য রামবাবু। সংসারের হাল ধরতে ছেলে এখন ঠিকা কাজে নিযুক্ত।অভাবের মধ্যেও সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে রিয়া উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে রাজ্য মেধা তালিকায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জেলা কিন্তু মেয়ের এই সাফল্যে জেলাবাসী খুশি হলেও রিয়ার বাবা মায়ের মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেছে। তাদের চিন্তা মেয়ের অধ্যাপক হওয়ার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে তো এই অভাবের সংসারে। কোন কারনে অধ্যাপক হতে না পারলে তার ইচ্ছা আছে প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ারও।কিন্তু ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বসতে গেলে ভালো সংস্থায় কোচিং না নিতে পারলে পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় সেই চিন্তা তাকে অনেকটাই আশাহত করেছে। রাজ্য মেধা তালিকায় সম্ভাব্য প্রথম হয়েছো টানাটানির সংসারের মধ্যেই তাহলে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা নিয়ে চিন্তার কি আছে, সফল হতে পারবে না কেন? এর জবাবে রিয়া বলেন, স্কুলের প্রত্যেকটি স্যার আমাকে এক একটি বিষয়ের বিভিন্ন বই দিয়েছেন। ৬ জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তাম। কিন্তুকোনো স্যারই তার বিনিময়ে টাকা পয়সা নিতেন না।রিয়ার বাবা সত্যরাম দত্ত বলেন মেয়ের এতবড় সাফল্যে বাবা তো খুশী হয়! কিন্তু মেয়েটা অত্যন্ত মেধাবতী হয়ে আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। বিবেক বাঁধা রেখে ওর পড়াশোনার জন্য এর-ওর কাছে সাহায্য চাইতে হয়! ১০০ দিনের কাজ না পেলে দিনমজুরি করতে হয়। এখন কি করে ওর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করব তা ঈশ্বর জানেন। মা অসিতাদেবী বললেন, মেয়েটা স্কুল থেকে এসেই আমার সঙ্গে বাড়ির কাজে সাহায্য করত।বাইরের কল থেকে জল এনে দেওয়া থেকে শুরু করে বাড়ি সব কাজই করত, তার ফাঁকেই দৌড়ত টিউশনি পড়তে।রিয়া বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত মানবিক! এই ভেবে সে নিশ্চিত তার একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন তিনি।রিয়ার বিষয়ভিত্তিক নম্বর হলো বাংলা- ৯৯, ইংরেজি- ৯২, ভূগোল, দর্শনশাস্ত্র ও এডুকেশনে ১০০ করে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে- ৯৯। এই সাফল্যে জেলার সব দলের শীর্ষ নেতারা তার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে এসেছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন সে কথাও বলেছেন। তবুও অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে রিয়া ও তার পরিবার।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে অতিথি অধ্যাপকদের বেতনক্রম ঠিক করল উচ্চশিক্ষা দফতর

কলকাতা, ১৯জুলাই (হি. স): বেতন বৈষম্য নিয়ে অনেকদিন থেকেই সরব হয়েছিলেন রাজ্যে অতিথি অধ্যাপকরা। সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষা দফতর এক বৈঠকের এই সমস্যার সমাধান করল। নিজেদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেতন পাবেন অতিথি অধ্যাপকরা। পাশাপাশি চাকরি পাকা হল ১২ হাজার অতিথি শিক্ষকদের। চলতি বছরের পয়লা জানুয়ারির বেতনক্রম নিরিখে বেতন পাবেন তারা।

রাজ্যের প্রায় সাড়ে আট হাজার অতিথি অধ্যাপক ক্লাস পিছু বেতন পেতেন। সেক্ষেত্রে বেতন দেওয়া হত সংশ্লিষ্ট কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে। উচ্চ শিক্ষা দফতরের বৈঠকের ঠিক হয়েছে এবার থেকে এই সকল অতিথি অধ্যাপক দের বেতনের ভার নেবে রাজ্য সরকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বেতন দেওয়া হবে। ওই দিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় অতিথি অধ্যাপক দের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্যাক্ট ১ এবং স্যাক্ট ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

বৈঠকে জানানো হয়, ১) ১০বছরের বেশি অভিজ্ঞতা থাকলে এবং ইউজিসির যোগ্যতা মান রয়েছে এমন অতিথি অধ্যাপকরা মাসে বেতন পাবেন ৩৫ হাজার টাকা।

২) ১০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু ইউজিসির যোগ্যতা মান নেই এমন অতিথি অধ্যাপকরা মাসে বেতন পাবে ৩১ হাজার টাকা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'বাঙালি বিদ্বেষী মন্তব্য' পৃথক থানায় এফআইআর

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : অসমের রাজস্ব ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভবেশ কলিতাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধানোর অভিসন্ধি নিয়ে মিথ্যা ও মনেগড়া উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনের দায়ে একটি ওয়েব পোর্টাল নিউজ নাও-এর স্বত্বাধিকারী, পোর্টালের রঙিয়ার সংবাদদাতা রবিউল আলম এবং জনৈক মাইজান বেগমের বিরুদ্ধে রঙিয়া সদর থানা ও তামুলপুর থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রী ভবেশ কলিতা নিজেও চক্রান্তমূলক অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য মর্মাহত। তাঁর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মনগড়া সংবাদ রচনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। জানান, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে আইনি রাস্তায় হাঁটবেন। এদিকে, অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পক্ষে বিপক্ষে বয়ানবাজি, থানায় এফআইআরকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে অসম থেকে পশ্চিমবঙ্গ। মন্ত্রী প্রদত্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে অসম কংগ্রেস, আমরা বাঙালির রাজ্য কমিটি এবং আরও কয়েকটি সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক বাঙালি ছাত্র যুব সমাজও।

বিজেপির রঙিয়া শহর মণ্ডল কমিটির উপসভাপতি উত্তম পাল তাঁর এফআইআরে ওই ওয়েব পোর্টাল নিউজ নাও-এর স্বত্বাধিকারী, সংশ্লিষ্ট সংবাদাতা এবং জনৈক মহিলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে সাজানো এই খবর প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে মন্ত্রী ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে। সংবাদে বলা হয়েছে, মন্ত্রী ভবেশ কলিতা গত ১৬ জুলাই রঙিয়ার বন্যাকবলিত বগরিবাড়ি গ্রামের বন্যাদুর্গতদের খোঁজ নিতে ত্রাণশিবির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী বন্টন প্রসঙ্গে 'বাঙালি জাতি খচ্চর' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এই খবরের সূত্র ধরে মন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে। বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বারাসত থানায় মন্ত্রী ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে 'বাঙালি বিদ্বেষী' মন্তব্যের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। 'আমরা বাঙালী'র অসম রাজ্য কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থও মন্ত্রী ভবেশ কলিতার এই মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভার স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাঁর স্পষ্টীকরণ দাবি করেছেন।

শহরের বিভিন্ন বাজারে মাইকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম ওড়ার জোগাড় শহরবাসীর। কিন্তু অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হলে অনেকেই আবার এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছে না করো না মারণ ভাইরাস করোনা কতটা ক্ষতিকারক। এখন অনেকেই মাস্ক ছাড়াই বেরিয়ে পড়ছে বাজারে। তবে জনগণকে সচেতন করতে তৎপর পুলিশ। রবিবার শহরের বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে সংক্রমণ এড়াতে বিভিন্ন উপায়ে মাইকিং করে শহরবাসীকে জানাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা কাঁটায় ত্রস্ত শহর। ইতিমধ্যেই করোনা রোধে রাজ্যের কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে ফের শুরু হয়েছে লকডাউন। কিন্তু তবুও অনেকেই করোনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাস্ক না অবাধ যাতায়াত করছে। অনেকেই আবার সামাজিক শিকেয় তুলেছে। কেউ আবার উত্তেজনার বশে মাস্ক খুলে ফেলছে।কিন্তু চিকিৎসকরা বারবারই পরামর্শ দিচ্ছেন করোনাকে হারাতে গেলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।অবশ্যই পড়তে হবে মাস্ক।আর সেকথা জানাতেই ক্রমাগত মাইকিং করছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা মোকাবিলায় পরিস্থিতির ওপর ১০০ শতাংশ কড়া নজর রাখার আবেদন রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৯জুলাই (হি. স): রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্যজুড়ে অতিমারি কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া কোভিড আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান অনুযায়ি। এ সময়ে সকলকে শান্ত থেকে পরিস্থিতির ওপর ১০০ শতাংশ কড়া নজর রাখার আবেদন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার সময় হাতে রাখা দরকার। কোনও পর্যায়ে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই।

এদিকে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে তড়িঘড়ি রাজ্যপালকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে কি বিষয়ে বা কেন তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কলকাতায় শুরু হয়নি গোষ্ঠ সংক্রমণ, দাবি স্বরাষ্ট্রসচিবের

কলকাতা, ১৯জুলাই (হি. স): ভারতের ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমএ। মূলত গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়েছে এই গোষ্ঠী সংক্রমণ। তবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এখনো গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়নি বলেই দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে একই দাবি করেছেন আইএমএর রাজ্য শাখার সম্পাদক তথা তৃণমূল সাংসদ ডঃ শান্তনু সেন। যদিও শান্তনু বাবু বলেন যতক্ষণ না আইসিএমআর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা ঘোষণা করছেন ততক্ষণ তিনি ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হওয়ার তত্ব মানতে নারাজ।

এদিকে ক্রমেই জটিল হচ্ছে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি। প্রতিদিন নতুন করে রেকর্ড তৈরি হচ্ছে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যের মধ্যে কলকাতার পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে সংক্রমণ বাড়ছে উত্তর ২৪ পরগনাতেও। এই প্রসঙ্গে আলাপন বাবু জানান, 'কলকাতায় সংক্রমণের বেশিরভাগটাই ধরা পড়ছে আবাসনে। বসতি এলাকায় সংক্রমণের হার অপেক্ষাকৃত কম। ফলে কলকাতায় গোষ্ঠী সংক্রমণ হচ্ছে এটা বলা যাবে না।'

রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা জানিয়েছেন, রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা আরো বাড়বে কিন্তু তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। পাশাপাশি মুখ্যসচিব দাবি করেছেন রাজ্যে যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে তার থেকে অনেক বেশি হারে রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি এটাও জানিয়েছেন আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে সংক্রমণ ফের কমতে শুরু করবে।কিন্তু যদিও প্রতিদিন সংক্রমণের হার ও রোগী হয়রানির বিষয়টি বারবার চোখে পড়ছে।

একই সঙ্গে, পরিসংখ্যান দিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন, গত ২৮ জুন থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়িতে ১,৪০০ জন, পাকাবাড়িতে ১,২০০ জন ও বসতিতে মাত্র ১৭৪ জন রোগীর খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে শহরের বস্তি গুলিতে পুরো কর্মীরা ঢুকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারছে কিন্তু আবাসনে পুরসভার কর্মীদের অনেক জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আবাসনের বাসিন্দাদের গতিবিধি।

বেলুড়ে নির্মীয়মান বহুতলে বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কের মাঝে এবার বোমাতঙ্ক। বেলুড়ের নির্মীয়মান বহুতলে বোমাবাজি। সিসিটিভি ফুটেজ বন্দি বোমাতঙ্কের ছবি।তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর , শনিবার গভীর রাতে এসকে চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এক নির্মীয়মান আবাসনে ছিলেন এক প্রোমোটার। আর তখনই বহুতল লক্ষ্য করে কয়েকজন দুষ্কৃতী চারটে বোমা ছোড়ে। বোমা ছোড়ার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। প্রোমোটিং সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বোমাবাজি বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নদী থেকে ৬৪ কেজির বেশি হিরোইন বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

গুরুদাসপুর, ১৯ জুলাই (হি. স.): পাকিস্তানি চোরাচালানকারীদের দুরভিসন্ধি বানচাল করল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ভারতীয় ভূখণ্ডে মাদক পাচারের জন্য রবি নদী ব্যবহার করছিল পাকিস্তানি চোরাচালানকারীরা। নদীর জল থেকে ভাসন্ত অবস্থায় ৬৪.৩৩০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।

বিএসএফের পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ের হেডকোয়ার্টারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার গভীর রাত ২ টো ৩০মিনিট নাগাদ গুরুদাসপুর সেক্টরের বিএসএফের ১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের টহলরত জওয়ানরা দেখতে পায় যে রবি নদীর ওপরে ভাসমান অবস্থায় সন্দেহজনক কিছু বস্তু ভেসে চলেছে। পাকিস্তান থেকে এই জিনিস যে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে তার বুঝতে বাকি থাকে না টহলরত জওয়ানদের।তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।পরে দেখা যায় ৬০ টি প্যাকেট রয়েছে।প্রতিটিতে হেরোইন ঠাঁসা।সব মিলিয়ে ৬৪.৩৩০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়।১৫০০ মিটারের নাইলনের দড়ি তার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।বাজারে এই হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩১২.৬৫ কোটি টাকা। এই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

সংক্রমণ ঠেকাতে যদুবাবুর বাজারে থার্মাল স্ক্রীনিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): অদৃশ্য ভাইরাস করোনার রাশ টানতে উদ্যোগী রাজ্য। তাই শহরের কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে ফের শুরু হয়েছে লকডাউন। সংক্রমণ এড়াতে তৎপর প্রশাসনও। করোনা নাশে রবিবার ছুটির বেলায় যদুবাবুর বাজারে থার্মাল স্ক্রীনিং কলকাতা পুলিশের।

করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহর। ক্রমাগত দূরত্ব বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ। বাজারে দোকানে অনেক সময় ভিড় জমায় শহরবাসী। তবে,দূরত্ব বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন বাজারে থার্মাল স্ক্রীনিং শুরু করেছে পুলিশ। এদিন যদুবাবুর বাজারে থার্মাল স্ক্রীনিং চালায় কলকাতা পুলিশ। বাজার করার আগে ক্রেতার থার্মাল স্ক্রীনিং করছে পুলিশ তারপরেই ক্রেতাকে বাজার করা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

বেহালায় ফুটপাতে তিন ঘন্টা পরে অসুস্থ বৃদ্ধ

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): ফের অমানবিক শহর।করোনা আতঙ্কে বিনা চিকিৎসায় ফুটপাতে তিন ঘন্টা পরে অসুস্থ বৃদ্ধ। করোনা আতঙ্কে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়নি না কেউ। রবিবার এইরকমই ঘটনা ঘটেছে বেহালায়।

করোনা আতঙ্কে ভীত শহর। অদৃশ্য ভাইরাসের চিন্তায় কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। কিন্তু করোনা আতঙ্কে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পরেছে শহরবাসীর যে ফুটপাতে অসুস্থ হয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়াতে ভয় পাচ্ছে তারা। বিনা চিকিৎসায় বেহালার রাস্তায় তিন ঘন্টা ধরে পড়ে অসুস্থ বৃদ্ধ। কি কারণে অসুস্থ বৃদ্ধ তা অজানা। করোনা ভয়ে ওই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না কেউ। তবে,পরে পুলিশি তৎপরতায় ওই অসুস্থ বৃদ্ধকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

চারজন

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং বাইসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে বাইক চালকের দ্রুতগামীতার কারণ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ফের যান দূর্ঘটনার শিকার এক যুবক। ঘটনা রবিবার বিকালে বিশালগড়ের রঘুনাথপুর এলাকায়। আহত যুবকের নাম লক্ষন নম। বয়স ২৬ বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বক্সনগরের দিক থেকে বিশালগড়ের দিকে বাইক নিয়ে আসছিল লক্ষন নম। মাঝ পথে রাস্তার উপর থাকা গরুর দড়ি বাইকের চাক্কায় পেচিয়ে যাওয়ার ফলে ঘটে এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত যুবককে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দেয়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সাধাবণ সম্পাদক মুজিবুর ইসলাম মজুমদার, এন এস ইউ আই এর রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস, পিসিসি সদস্য হাবিল মিয়া, তপন সিনহা প্রমুখ। কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে আসা জাহাজের নামে সোনামুড়ায় জাহাজ আসার মিথ্যা গল্প প্রচার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ কংগ্রস নেতৃত্বদের।

অপহরণ

● প্রথম পাতার পর

আরও জানা গেছে অপহরণকারী র একটি দু বছরের সন্তান রয়েছে। বিবাহিত পুরুষের এধরনের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

থাকলে রেশন সরবরাহ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সে কারণেই তারা এ ধরনের অভিযোগ জানিয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ওই রেশন শপ ডিলার।

আমজনতার হুশ ফেরাতে কলেজ পড়ুয়াদের অভিনব উদ্যোগ চন্দননগবে

হুগলি, ১৯ জুলাই (হি.স.): গোটা দেশজুড়ে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। রাজ্য জুড়ে বেশ কিছু কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিতে পুনরায় রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে জোরদার লক ডাউন।তবুও, শহর থেকে শহরতলিতে চোখ রাখলেই দেখা মিলছে আম জনতার অসচেতন চিত্র।এই অতিমারির কবল থেকে রেহাই পেতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফেও বিস্তার গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তরফে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার।তবুও বারংবার প্রশ্ন উঠছে, মানুষ কি মাস্ক পড়ছে আদৌ সঠিক নিয়মে? এবার সেই সব অসচেতন মানুষদের সচেতন করতে রাস্তায় নামলো হুগলীর চন্দননগর বাগবাজারের বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়ারা।

লক্ষের গণ্ডি

আটের পাতার পর

৬০০৪৩৫।গোটা বিশ্বজুড়েই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২১০০৪০। বিশ্বজুড়ে করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭০৮৫৫৫।নিহত ১৪০১১৯।তালিকায় দুই নম্বর স্থানে রয়েছে ব্রাজিল।সেখানে নিহত ৭৮৭৭২।

নিশ্চিত করার

আটের পাতার পর

চালানো হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাসা তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অবিলম্বে নার্সের শূন্য পদ পূরণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাজ্য সরকারের নিকট এসইউসিআই(সি) দাবি পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে রাজ্যে অতিমারী করোনা সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। প্রথম দিকে সরকার ত্রিপুরা রাজ্য করোনা মুক্ত এই কথা গর্বের সহিত ঘোষণা করেছে। বহির্রাজ্যে থেকে পরযায়ী শ্রমিক সহ অন্যান্য মানুষ যখন আসতে শুরু করল, তখন তাদের যথোপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা না করায় তা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পরে এবং বর্তমানে এই সংক্রমণ ব্যাপক রূপ ধারন করেছে। এমনকি চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যে হাসপাতালগুলিতে হার্ট, কিডনি ও অন্যান্য কঠিন রোগে আক্রান্তরা চিকিৎসা পাচ্ছে না। অন্যদিকে আনলক ঘোষণা হবার পর রাস্তা ঘাটে, বাজারে, যান বাহন চলাচলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলায় সংক্রমণের সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এসইউসিআই(সি) রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি রাজ্য সরকারের নিকট দাবি রাখছে। যা যথা হল - রাজ্যের সকল হাসপাতালে সকল রোগের চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে হবে এবং হার্ট, কিডনি ও অন্যান্য কঠিন রোগে আক্রান্তদের জরুরী ভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে। বাজার সহ সকল জনবহুল অঞ্চলগুলি স্যানিটাইজেশন করতে হবে। বাজার, জনবহুল অঞ্চল ও পরিবহনে শারিরীক দূরত্ব সহ স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করতে হবে। কোভীড কেয়ার সেন্টার সহ সরকারী কোয়ারেন্টাইনগুলির অব্যবস্থা দূর করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কনটেইনমেন্ট জোনের অধিবাসীদের খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যে অতি দ্রুত সকল জনসাধারণেড কোভীড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত সংবাদ এসইউসিআই(সি) এর পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি জানানো হয়েছে।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৮ হাজার ৯০২ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার নিরিখে যা এখনও অবধি সর্বোচ্চ। এক দিনে এত সংখ্যক মানুষ এর আগে আক্রান্ত হননি। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হলেন দশ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬১৮ জন। আক্রান্তের সঙ্গে সংক্রমণের হারও ঊর্ধমুখী। প্রতিদিন যে সংখ্যক মানুষের টেস্ট হচ্ছে, তার মধ্যে যত শতাংশের রিপোর্ট কোভিড পজিটিভ আসছে, সেটাকেই বলা হচ্ছে 'পজিটিভিটি রেট' বা সংক্রমণের হার। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সংক্রমণের হার ১০.৯ শতাংশ।

আক্রান্তের পাশাপাশি ধারাবাহিক ভাবে বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৫৪৩ জনের। এ নিয়ে দেশে মোট ২৬ হাজার ৮১৬ জনের প্রাণ কাড়ল করোনাভাইরাস। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মারা গিয়েছেন ১১ হাজার ৫৯৬ জন। মৃত্যুর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা দিল্লিতে প্রাণ গিয়েছে তিন হাজার ৫৯৭ জনের। তামিলনাড়তে করোনা প্রাণ কেড়েছে দু'হাজার ৪০৩ জনের। গুজরাতে দু'হাজার ১২২ জনের। কর্নাটক (১,২৪০), উত্তরপ্রদেশ (১,১০৮) ও পশ্চিমবঙ্গে (১,০৭৬) মৃত্যুর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে রোজদিন বাড়ছে। এর পর ক্রমান্বয়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (৭০৬), অন্ধ্রপ্রদেশ (৫৮৬), রাজস্থান (৫৫৩), তেলঙ্গানা (৪০৯), হরিয়ানা (৩৪৪), পঞ্জাব (২৪৬), জম্মু ও কাশ্মীর (২৩৬), বিহার (২০৮)। বাকি রাজ্যগুলিতে মৃতের সংখ্যা এখনও ১০০ পেরোয়নি। তবে শেষ ক'দিনে কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বিশেষজ্ঞদের। আক্রান্ত দ্রুত হারে বাড়লেও, ভারতে করোনা রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার পরিসংখ্যানটাও বেশ স্বস্তিদায়ক। আক্রান্ত হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন সাড়ে ছ'লক্ষেরও বেশি মানুষ। অর্থাৎ মোট আক্রান্তের ৬৩ শতাংশই সুস্থ হয়ে উঠছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩ হাজার ৬৭২ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট ছ'লক্ষ ৭৭ হাজার ৪২২ জন করোনার কবল থেকে মুক্ত হলেন।

শুরু থেকেই মহারাষ্ট্রে বল্গাহীন ভাবে বেড়েছে সংক্রমণ। গোড়া থেকেই এই রাজ্য সংক্রমণের শীর্ষে রয়েছে। তার পর সময় যত গড়িয়েছে, এই রাজ্য নিয়ে সারা দেশের শঙ্কা বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আট হাজারেরও বেশি নতুন সংক্রমণের জেরে সে রাজ্যে মোট আক্রান্ত তিন লক্ষ ছাড়াল। সাড়ে চার হাজারেরও বেশি বেড়ে তামিলনাড়ুতে মোট আক্রান্ত হলেন এক লক্ষ ২১ হাজার ৫৮২ জন। তুলনায় রাজধানী দিল্লিতে দৈনিক সংক্রমণে কিছুটা হলেও লাগাম পড়েছে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ ২১ হাজার ৫৮২ জন।

চোর

● প্রথম পাতার পর

তাঁরাও হইহট্টগোল শুরু করেন। ইত্যবসরে বেগতিক দেখে অন্ধকার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে সাতজনের চোরের দলটি লাগোয়া জঙ্গল, ছড়া ও ঝোপে আত্মগোপন করে থাকে।

ততক্ষণে গ্রামরক্ষী বাহিনী (ভিডিপি)-র তৎপরতায় গোটা বাগানের মানুষ জমায়েত হয়ে চোরদের খুঁজতে শুরু করেন। রাত গড়িয়ে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। ভোর তখন প্রায় চারটা। তিন চোর তাদের লটবহর নিয়ে ঝোপঝাড় থেকে বের হয়। তেলেঙ্গাবস্তির মানুষ তাদের ঘিরে ধরেন। সে সময় চোরের দল ধারালো অস্ত্র নিয়ে জনতার ওপর হামলা করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি টানা-হ্যাঁচড়া। তখন চোরের দলের ধারালো অস্ত্রের এলোপাথাড়ি হামলায় দুই নাগরিক সামান্য জখমও হয়েছেন। রক্ত দেখে শুরু হয় গণ-পেটাই। লাঠিসোঁটার ঘায়ে তিন গরু চোর ধরাশায়ী হয়ে যায়। এদিকে বেগতিক দেখে চার বাংলাদেশি কাঁটাতার ডিঙিয়ে তাদের দেশে পালিয়ে গেছে বলে খবর।

ঘটনার খবর দাবানলের মতো চাউর হয়ে যায়। খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পাথারকান্দি থানা থেকে ওসি ইনস্পেক্টর তানবির আহমেদের নেতৃত্বে পুলিশের দল। করিমগঞ্জ জেলা সদর থেকে আসেন বর্ডার এএসপি প্রশান্ত দত্ত, সদর ডিএসপি সুধন্যম শুক্লবৈদ্যর। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে চোরদের নাম জানা যায়নি। তবে তারা বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার জুরি উপজেলার অন্তর্গত জমকান্দি গ্রামের বাসিন্দা বলে আপাতত পরিচয় বের করেছে পুলিশ। মৃত তিন চোরের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তার কাটার সরঞ্জাম সহ কিছু সামগ্রী। সবই বাংলাদেশে তৈরি।

সীমান্ত শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশান্ত দত্ত জানান, মৃত চোরদের কাছ থেকে বাংলাদেশে তৈরি বিস্কুট, কাপড়, কাঁটাতার কাটার, রশি, ব্যাগ ইত্যুাদি উদ্ধার হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষক বিজিবি কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়া হয়েছে। আগামী ৭২ ঘন্টা নিহতদের মরদেহ করিমগঞ্জের মর্গে রাখা হবে।

সুস্থ ২৪

● প্রথম পাতার পর

করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাপক প্রচার চালানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়। মাস্ক পরিধান না করলে তাদের হাতে কোন ধরনের পণ্য সামগ্রী বিক্রি না করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।প্রতিটি ব্যবসায়ীকেও মাস্ক পরিধান করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।যানবাহনে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে ও সামাজিক দূরত্বের কথা মাথায় রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলেও বৈঠকে জানানো হয়।সরকারি বিধি নিষেধ সম্পূর্ণভাবে মান্য করে চলার জন্য সকল স্তরের জনগণের প্রতি প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সেট

● প্রথম পাতার পর

মেলাঘর থানার পুলিশ। তখন প্রথম বারের মতো বিষয়টি নজরে আসে পুলিশের। এর পর থেকেই বাংলাদেশে মোবাইল পাচারের উপর নজর রাখছে পুলিশ। চলতি মাসে সর্বমোট উদ্ধার হয়েছে ৪৫৪টি স্মার্ট ফোন যার বাজার মুল্য প্রায় অর্ধ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত উদ্ধার হচ্ছে ইয়াবাও। রেডিমেড কাপড় ব্যবসার আড়ালে কিছু লোক এই পাচার বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বলে খবর রয়েছে পুলিশের কাছে। আটক রবীন্দ্র চৌমুহনীর এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ছেলে। তাকে আগরতলায় নিয়ে জিজ্ঞসাবাদ করছে পুলিশ।

আইপিএলে প্রথম ম্যাচ থেকেই চাকরি হারানোর ভয় থাকে

জাতীয় দল ও আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সামলানো যে এক নয়, তা বোঝা যেতে পারে গ্যারি কারস্টেনের দিক তাকালে। ২০১১ সালে ভারতকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ আইপিএলের কোনো দলেই থিতু হতে পারেননি। কেন এমন হয়? ভারতের সাবেক কোচের ব্যাখ্যা, আইপিএলে প্রথম দিন থেকেই চাকরি হারানোর শঙ্কা থাকে। কারণ প্রথম ম্যাচ থেকেই কোচের পারফরম্যান্সকে রাখা হয় আতশি কাচের নিচে।ভারত জাতীয় দলের কোচের চাকরি ছেড়ে অনেক বছর বাদে আইপিএলের দল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কারস্টেন। এরপর একে একে দিল্লি ক্যাপিটালস ও দিল্লি ডেয়ারডেভিলস থেকে বরখাস্ত হন , দুই জায়গাতেই চুক্তির এক বছর বাকি ছিল তাঁর। ২০১৮ সালে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। প্রধান কোচ ডেনিয়েল ভেট্টোরি চাকরি ছাড়লে দলটির প্রধান কোচের দায়িত্ব পান।

কিন্তু পূর্ণ মেয়াদ শেষ করার আগেই তাঁর স্থলে বসানো হয় সাইমন ক্যাটিচকে। সব মিলিয়ে আইপিএল পর্বটা একেবারেই ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১০১ টেস্ট ও ১৮৫ ওয়ানডে খেলা কারস্টেনের।'আরকে শো' নামের এক অনুষ্ঠানে তিনি শুনিয়েছেন জাতীয় দল ও আইপিএল দলে কোচিং করানোর পার্থক্য। কারস্টেনের চোখে এখানে মূল পার্থক্যটা দল গোছানোর জন্য পাওয়া সময়ে।

'সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা এখানে (জাতীয় দল ও আইপিএলে কোচিং করানোর মধ্যে) সময়ের। এত ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া একটা দলের একটা স্বাতন্ত্র্য তৈরি করা, এমন কিছু গড়া যেটা সময়ের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে যায়, সেটা এখানে কঠিন' বলেছেন কারস্টেন।আইপিএলে কোচিং করালে প্রথম ম্যাচ থেকেই চাকরি হারানোর শঙ্কা থাকে বলে জানান তিনি, 'আপনি যদি সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দিকে তাকান, যারা ভালো করছেমুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও চেন্নাই সুপার কিংসতারা সময় নিয়ে সফল হয়েছে।

এর মৌসুম থেকে পরের মৌসুম পর্যন্ত একই দর্শন, একই সংস্কৃতি প্রয়োগ করেছে। আবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সংস্কৃতি পরিবর্তন করে।

মূল কথাটা হচ্ছে, এখানে প্রথম ম্যাচ থেকেই চাকরি সুতোয় ঝুলে। আর যখন অল্প সময়ে ভালো ফল আনার চাপ থাকে, তখন আপনি সঙ্কট ঠেকিয়ে রাখার পদ্ধতিতে যাবেন। আর সেটিই এক সময় আপনার চাকরির শেষ টেনে দেয়।'অর্থের বান বইয়ে দেওয়া আইপিএলের আকর্ষণ অন্যরকমই বটে!

সেরা অলরাউন্ডার স্টোকস, এরপরই সাকিববলছেন সাবেক ভারতীয়

সাউদাম্পটনে প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে একেবারে খারাপ না করলেও খুব একটা আলোও ছড়াতে পারেননি। কিন্তু ম্যানচেস্টারে দ্বিতীয় টেস্টে জ্বলে উঠেছেন বেন স্টোকস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে ৪৬৯ রান নিয়ে ইনিংস ঘোষণা করেছে, তাতে স্টোকসের ব্যাট থেকে এসেছে ১৭ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো ১৭৬ রানের ইনিংস।এই ইনিংসেই একটা কীর্তিতে কিংবদন্তিদের পাশে নামটি লিখিয়েছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার। গ্যারি সোবার্স, ইয়ান বোথাম, রবি শাস্ত্রী ও জ্যাক ক্যালিসের পর টেস্টে ১০টি শতক ও ১৫০ উইকেট পাওয়া পঞ্চম অলরাউন্ডার স্টোকস। কালকের ইনিংসের পর স্বাভাবিকভাবেই ধন্য ধন্য পড়ে গেছে স্টোকসের নামে। ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান ও বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া যেমন বলে দিলেন, স্টোকসই তিন সংস্করণে সময়ের সেরা অলরাউন্ডার। তালিকায় এরপরই বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান আর ভারতের রবীন্দ্র জাদেজাকে রেখেছেন আকাশ চোপড়া।ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ জেতানো আর অ্যাশেজে আলো ছড়ানোর পর এমনিতেই স্টোকসে মুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কার্লোস ব্রাফেটের কাছেই চার বলে চার ছক্কা খেয়ে শিরোপা হারানো কিংবা বছর তিনেক আগে ব্রিস্টলের এক পাবে মারামারি করে সমালোচিত স্টোকসই এখন কত পরিণত! তাঁর প্রশংসা হয় সে কারণেও। ইংলিশ ক্রিকেটে তো তিনি এরই মধ্যে নায়ক, এভাবে খেলে যেতে পারলে স্টোকস যে ক্রিকেটের সেরাদের পাশে নাম লিখিয়েই বিদায় নেবেন, তা নিয়ে সংশয় সামান্যই।সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, আপাতত সময়ের সেরা অলরাউন্ডারের স্বীকৃতি স্টোকসকে দিয়ে দিচ্ছেন আকাশ চোপড়া। 'এই মুহূর্তে আমার মনে কোনো সংশয়ই নেই যে বেন স্টোকস সব সংস্করণেই বিশ্বের ১ নম্বর অলরাউন্ডার। যদি টেস্ট ক্রিকেটে দেখেন, (ব্যাট হাতে) ওর গড় ৪৩, ওয়ানডেতে ৫৯, আর টি-টোয়েন্টিতে ওর গড় ৩৩। টেস্টে বোলিং গড় ২৮। ওয়ানডেতে ৫৪, এটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম। টি-টোয়েন্টিতে ওর বোলিং গড় ১৮ 'ইউটিউবে নিজের চ্যানেল আকাশবাণীতে বলেছেন আকাশ চোপড়া। তবে আকাশ পরিষ্কার করে না বললেও এটা স্টোকসের ক্যারিয়ার গড় নয়, গত দুবছরের গড়ের হিসাব।যা-ই হোক, দুবছর ধরে এমন পারফরম্যান্সের কারণেই স্টোকসকে নিয়ে আকাশের রায়, 'কোনো সংশয়ই নেই যে এই মুহূর্তে বেন স্টোকসই বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার। আমি খুব বেশি করে চাই যেন হার্দিক পান্ডিয়া (ভারতের অলরাউন্ডার) এই মানে পৌঁছাতে পারে। প্রতিশ্রুতি জাগানো ক্যারিয়ারে ওর (পান্ডিয়া) খুব ভালো সময়ই কাটছিল, কিন্তু টানা দুই চোট ওকে একটু পিছিয়ে দিয়েছে।'স্টোকসের মানে বা তাঁর কাছাকাছি আর কারা আছেন, সে বিশ্লেষণে গিয়েই আকাশ চোপড়ার কথা, 'জাদ্দু (ভারতের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা) সে পথেই আছে, কিন্তু এখনো সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। সাকিব অবশ্যই ওই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর বাইরে আর কোনো খেলোয়াড়কে দেখি না যে কিনা ওর (স্টোকসের) কাছাকাছি যেতে পারে।'

আইসিসির কাছ থেকে পাওয়া নিষেধাজ্ঞায় মাঠের বাইরে থাকা সাকিব এক সময় তিন সংস্করণেই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ছিলেন। গত বিশ্বকাপেও ব্যাট হাতে চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স ছিল বাংলাদেশি বাঁহাতি অলরাউন্ডারের। আর গত দুবছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলে ব্যাট হাতে টেস্টে সাকিবের গড় ৩৪, ওয়ানডেতে ৬৩.৫২ আর টি-টোয়েন্টিতে ৩৭.৭৫। বল হাতে টেস্টে সাকিবের গড় ২০.৫০, ওয়ানডেতে ৩৭.৩২, আর টি-টোয়েন্টিতে ১৮.৪০।

কাল বিশ্বকাপ স্থগিতের ঘোষণা এলেই আইপিএল...

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কপালে সুখবর নেই। করোনার মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট আয়োজন করা চাট্টিখানি কথা না। কঠিন কাজটা অস্ট্রেলিয়া এ বছর করতে চায় না, আগেও বেশ কয়েকবার আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা। এখন বাকি শুধু আইসিসির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কালই আসতে পারে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্থগিতের ঘোষণা।

আইসিসির এ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বিশ্বকাপ বাতিলের ঘোষণা এলেই আইপিএল আয়োজনের জানালা খুলে যাবে ভারতের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ''এশিয়া কাপ পিছিয়ে যাওয়া প্রথম ধাপ ছিল। এখন আমরা এগোতে পারি যদি আইসিসি বিশ্বকাপ বাতিলের ঘোষণা দেয়। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ আয়োজনে অপারগতা জানানোর পরও আইসিসি সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে না।''

গত শুক্রবার বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা আইপিএল নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে আইপিএলের বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কথা ওঠে। আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডও আইপিএল আয়োজনে আগ্রহী। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মুবাসশির উসমানি বলেছেন, ''আমরা পুরো আইপিএল সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজন করতে প্রস্তুত। খেলা আয়োজনে যা যা করা দরকার, সব ব্যবস্থা করব। আমরা বিসিসিআইয়ের চিঠির অপেক্ষায় আছি।''

আবুধাবি, দুবাই ও শারজাহ তো আছেই। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠও আইপিএল ভেন্যু হতে পারে। সম্ভাব্য তারিখ ধরা হচ্ছে সেপ্টেম্বর ২৬ ও নভেম্বর ৭ তারিখ। এর মধ্যেই আইপিএল শেষ করার পরিকল্পনা বিসিসিআইয়ের। কারণ নভেম্বরেই আবার অস্ট্রেলিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত।

এ দৃশ্য করোনাকালের ক্রিকেটের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৪১তম ওভার শেষে দেখা গেল দৃশ্যটা। বল জীবাণুমুক্ত করছেন মাঠের দুই আম্পায়ার। এ দৃশ্য করোনাকালের ক্রিকেটের।বেচারা ডম সিবলি! ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি পেলেও এ ওপেনারকে বেচারা বলতেই হচ্ছে। হাজার হোক মানুষ তো অভ্যাসের দাস! মাঠে বোলারকে বলটা তৈরি করে দিতে লালা মাখানোর প্রথাটা ক্রিকেটে অনাদিকালের বিষয়। এই করোনা তাতে বাধ সেধেছিল। সংক্রমণ এড়াতে বলে লালা মাখানো নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। এক ইনিংসে এ কাজে দুবার মৌখিক সতর্কবার্তার পর ৫ রান 'জরিমানা'। সিবলি অবচেতন মনেই বলে লালা মাখিয়ে বসেন। স্কাই স্পোর্টস জানিয়েছে, অসাবধানতাবশত কাজটি করে বসার কথা তিনি স্বীকার করেন। তবে এটি প্রথমবার কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।সে যাই হোক, আজ চতুর্থ দিনে সকালের সেশনে কিন্তু আরাম করার সুযোগ পায়নি ইংল্যান্ড। প্রথম সেশনটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হওয়ায় ঘাম ছুটেছে ইংলিশ বোলারদের।ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে ৪৩৭ রানে পিছিয়ে চতুর্থ দিনে মাঠে নামেন ক্রেগ ব্রাফেট ও 'নাইটওয়াচম্যান' আলজারি জোসেফ। টেস্ট ব্যাটিংয়ে চোস্ত ব্রাফেটের সঙ্গে ভালোই পথ দেখিয়েছেন এ পেসার। তাঁকে আউট করতে সফরকারিদের দ্বিতীয় উইকেটে ৫৪ রান খরচ করতে হয় স্টুয়ার্ট ব্রড-ডম বেসদের। ৫২ বলে ৩২ রান করা জোসেফ ভালোই পরীক্ষা নেন তাঁদের।ব্রাফেটের মতো শাই হোপও উইকেট কামড়ে থাকতে ভালোবাসেন। তবে উইকেট বুঝে স্ট্রোক খেলতে কার্পণ্য করেননি হোপ। অপরাজিত ২৫ রানের ইনিংসে ৫টি চারের মার। মধ্যাহ্নভোজ বিরতির আগে প্রথম সেশন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ১১৮। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে ৩৫১ রানে পিছিয়ে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরুর পর হোপকেও হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ক্যারিবিয়দের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ১২৩। এখনো ৩৪৬ রানে পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।ম্যানচেস্টার টেস্টে হাতে আছে আরও এক দিন। জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যত দ্রুত সম্ভব অলআউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামাতে হবে। সকালটা কিন্তু নিজেদের করে নিতে পারেনি ইংলিশ বোলাররা। তবে ডম বেসের বল ওঠায় এবং বাঁক নেওয়ায় আশাবাদী হতেই পারেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট।

নতুন গতি তারকা পেয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া ?

প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক। যেকোনো সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণের ভরসা। টেস্ট ক্রিকেট হলে সেখানে জশ হ্যাজলউডের নামটাও যোগ হয়। ব্যস, এটুকুই। প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় জাগানোর মতো আর কোনো পেসার ইদানিং দেখাতে পারছে না অস্ট্রেলিয়া। রাইলি মেরেডিথকে দলে ডেকে সে আক্ষেপ দূর করতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া।ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সম্ভাব্য সিরিজের জন্য প্রাথমিক দলে ডাক পেয়েছেন তাসমানিয়ার এই ফাস্ট বোলার। ২৪ বছর বয়সী এই পেসার এই প্রথম ডাক পেলেও তাঁর গুণমুগ্ধের তালিকায় আছেন অনেক রথি-মহারথী। শেন ওয়ার্ন তো বেশ আগ থেকেই তাঁকে চাইছেন দলে। এক সময় গতি দিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ব্রেট লি ও মিচেল জনসনও মেরেডিথকে অস্ট্রেলিয়া দলে দেখতে চান।ব্রেট লি ও জনসন তা চাইতেই পারেন। শন টেইট ও এ দুজনের পর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে গতির ঝড় তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন স্টার্ক ও কামিন্স। কিন্তু চোট থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কামিন্সও গতি কমিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে ইদানিং ১৪০ কিলোমিটার পার করতে খুব কমই দেখা যায়। স্টার্কই সবেধন নীলমনি। মাঝে কিছুদিন বিলি স্টেনলেককে দিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সাড়ে ৬ ফুটের বেশি উচ্চতার স্টেনলেককে দিয়ে সাফল্য পায়নি তারা। ঝাই রিচার্ডসন অমিত প্রতিভা নিয়ে হাজির হলেও বিশ্বকাপের আগে চোট পেয়ে ফর্ম হারিয়েছেন। তাই মেরেডিথকেই নতুন ভরসা মানছে অস্ট্রেলিয়া।গতি ভালোই আছে মেরেডিথের। ঘন্টায় ১৫২ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারেন। সে সঙ্গে বল তুলতে পারেন এবং দেরিতে সুইংও পান। গুড লেংথে পড়া তাঁর এক বলের গতি ও লেট সুইংয়ে বিভ্রান্ত হয়ে মার্কাস স্টয়নিসের মাথায় আঘাত পাওয়ার ভিডিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ফলাও করে প্রচার করেছে। গত মৌসুমে চারদিনের মধ্যে স্টিভ স্মিথকে দুবার ও ডেভিড ওয়ার্নারকে একবার আউট করার পর ওয়ার্নার তো তখনই মেরেডিথকে জাতীয় দলের জন্য প্রস্তুত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।বাউন্সারে প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দেওয়ার ইচ্ছার কথা লুকাতে চান না এই ফাস্ট বোলার, ''যখনই কেউ বাউন্ডারি মারে আমি এটা করি। মাঝে মাঝেই আমার আগ্রাসন বেড়িয়ে পড়ে, তবে অন্যদের মতো অত বাজেভাবে না। আমি চেষ্টা করি নিজেকে শান্ত রাখতে। খেলার মাঝে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রাসন চলে আসে। আমি শুধু চেষ্টা করি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে।''গতি আর বাউন্সে সতীর্থেরই সর্বনাশ করার রেকর্ড আছে মেরেডিথের। অনুশীলনে জর্ডান স্লিকের কবজি ভেঙে

পেসারদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন ইরফান পাঠান

করোনাভাইরাসের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়েছে ক্রিকেট। এখনো গ্যালারিতে দর্শক না ফিরলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দেখা মিলেছে। সফলভাবে দুটি টেস্টও মাঠে গড়িয়েছে। বলে লালা মেশানোর নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েও ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা দেখাচ্ছেন পেসাররা। তবু ভারতীয় পেসারদের নিয়ে চিন্তিত ইরফান পাঠান।সদ্য সাবেক এই পেসারের চিন্তা অবশ্য লালা, সুইং বা রিভার্স সুইং নিয়ে নয়। বরং করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতে যে লকডাউন দেওয়া হয়েছিল, সেটা পেসারদের শারীরিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলেছে বলে ধারণা ইরফানের। মাসের পর মাস ঘরে থাকার ফলে সব ক্রিকেটারেরই ফিটনেসে অবনতি হয়েছে। কিন্তু পেসারদের ওপরই সবচেয়ে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে ধারণা ইরফানের।ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়াও টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়াও ফেরার অপেক্ষায়। সেদিক থেকে ভারতের অত তাড়া নেই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ খেলার কথা, তবে সে সফর আলোর মুখ দেখতে এখনো অনেকদিনের অপেক্ষা। এর আগেই হয়তো আইপিএল আয়োজন করতে পারে বিসিসিআই। কিন্তু তার আগে পেসারদের অন্তত চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়ার পক্ষে ইরফান।স্টার স্পোর্টসকে ইরফান বলেছেন, ''সত্যি বলছি, আমি পেসারদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। ওদের ছন্দ ফিরে পেতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে। এটা খুব কঠিন কাজ। ঘন্টায় ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করা এবং প্রত্যেক বলের জন্য ২৫ গজ দৌড়ানো এবং টানা কয়েক ওভার বল করা কঠিন কাজ।''পেস বোলারদের জন্যই কেন কাজটা বেশি কঠিন সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী এই বোলার, ''আপনার শরীর শক্ত হয়ে যাবে, চোট সামলানো বড় একটা ব্যাপার হবে। কারণ ফাস্ট বোলারের জন্য ছন্দে ফেরা জরুরি।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ছয়, আহত ৪০

কনৌজ, ১৯ জুলাই (হি. স.): দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস।রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কনৌজের অগ্রা- লখনউ এক্সপ্রেসওয় সৌরিক থানেশ্বরে।গাড়ি চালক ও বাসের চালকসহ ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।গুরুতর জখম ৪০।জানা গিয়েছে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে সফাই এবং তিরবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ এবং দমকল বাহিনী।আহতদের সুচিকিৎসা করার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তবে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে লখনউ থেকে লুধিয়ানা ফেরার পথে ক্লান্ত গাড়ির চালক রাস্তার এক পাশে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই সময় পেছন থেকে আসা একটি বাস সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটিকে।গাড়ি এবং বাস দুটি ২০ ফুট গভীর খাদ এ গিয়ে পড়ে যায়।জানা গিয়েছে বাসটি বিহার থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।দুর্ঘটনার পর যাত্রীদের আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে।এমনকি এক্সপ্রেস দিয়ে যাওয়া অন্যান্য গাড়িগুলি যাত্রীদের চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে।খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।উদ্ধারকার্য চালানোর সময় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের।পরে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আরো দুই জন মারা যান।পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

ফোনে আড়িপাতা সংবিধানবিরোধী কাজ মত বিএসপির

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): ফোনে আড়ি পাতার জন্য অশোক গেহলটের সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হল বিএসপি।বিএসপির জাতীয় মুখপাত্র সুধীন্দ্র ভাদুরিয়া জানিয়েছেন এই ধরণের নজরদারি সংবিধান এবং গণতন্ত্র বিরোধী।রবিবার সকালে বর্ষীয়ান এই বিএসপি নেতা জানিয়েছেন, ফোনে আড়ি পাতা কাণ্ড অতিরিক্ত গুরুতর বিষয়।এই ধরণের পদক্ষেপ গণতন্ত্র এবং সংবিধান বিরোধী। জনগণের ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করে এই ধরণের কর্মকাণ্ড।যারা এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করা দরকার বিষয়টির গুরুত্ব অসীম। দল ভাঙানোর খেলায় যে শুধুমাত্র বিজেপি নয় কংগ্রেসও সিদ্ধহস্ত তার উল্লেখ করে সুধীন্দ্র ভাদুরিয়া জানিয়েছেন, বিভিন্ন দল থেকে বিধায়ক ভাঙ্গানোর অভ্যেস অশোক গেহলটের সরকারের রয়েছে। ২০১৯ বিএসপির ৬ জন বিধায়ককে ভাঙ্গিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন অশোক গেহলট। দল বিরোধী আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ করেছিলেন তিনি।বিধানসভা আস্থা ভোটের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হবে।উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ সিপি যোশী রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট সহ কংগ্রেসের ১৯ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়কের বিরুদ্ধে নোটিশ জারী করেছেন।এই নোটিশ এর বিরোধিতা করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিধায়কেরা।এদিকে শচীন পাইলট দাবি করেছেন যে তিনি এখনো কংগ্রেসের বিধায়ক রয়েছেন। যদিও দলের তরফে তাকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

রাজনীতি ও মিডিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। সংবাদের মধ্য দিয়ে মানুষ বর্তমানকে বুঝে ভবিষ্যতকে অনুধাবন করে। সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে বাস্তববাদী ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা থাকা প্রয়োজন। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা যত বেশি থাকবে সেই সংবাদ মানুষের কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। এতে মিডিয়ার প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভুল সংবাদ পরিবেশন না করাই উচিত। কারণ পাঠক ঠিকই বুঝেন কোন সংবাদটা সঠিক কোনটা সঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানেরই একটা নিজস্বতা রয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের মনে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তৈরি হয়। সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পারদর্শিতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতি ও মিডিয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই সফলতা নির্ভর করছে মানুষের উপর। তাই এই দুটি ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ত্রিপুরার ৩৭ লক্ষ মানুষের পারদর্শিতা নিয়ে তিনি গর্ববোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ এর প্রকোপ মোকাবিলা করেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে রেখেছে সরকার। রাজ্যে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ত্রিপল টি অর্থাৎ ট্রেসিং, টেস্টিং, ট্রিটমেন্ট নীতি নিয়ে কাজ করছে সরকার। প্রতিদিনকার কোভিড-১৯ টেস্ট করার মাত্রা অনেক বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের সীমান্তে নির্দিষ্ট এলাকাজড়ে সম্পর্ণ লকডাউন চলছে। কন্টেইনমেন্ট জোনে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে একটি দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে লাগানো গাছ ধ্বংস হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ জুলাই।। কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে লাগানো গাছগুলি ধ্বংশের পথে। বগাফা বনদপ্তরের কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার শুভঙ্কর বিশ্বাসের দুরনিতির শেষ নেই। এই দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে শুভঙ্কর বাবু প্রতিনিয়ত মোট টাকা ইনকাম করেযাচ্ছে বলে অভিযোগ। যার একটি চিত্র ফুটেউঠলো কেমেরার পর্দায়। রোড সাইড প্লেন্টেশানের নামকরে লক্ষ্য টাকা ব্যায় করে বৃক্ষ রোপন করাহলেও তা আজ ধ্বংশের পথে। অভিযোগ উঠে শুভঙ্কর বাবু নিম্ন মানের গাছ লাগিয়ে ও তার পাশে ঘেরাটিও নিম্ন মানের লাগিয়ে মোটা টাকা ইনকাম করে নিজ দায়িত্ব খালাস করেদিচ্ছে। যারফলে রাস্তার ধারে লাগানো গাছগুলি বর্তমানে জরাজীর্ন অবস্থায় পরেরয়েছে। অধিকাংশ গাছ জঙ্গলে পরিপূর্ন হয়েরয়েছে। নেই কোনো সংস্কারের উদ্দ্যোগ। এই বৃক্ষ রোপনের বিষয় নিয়ে শুভঙ্কর বাবুর সঙ্গে কথাবলতে গেলে দেখাযায় তিনি অফিসে অনুপস্থিত। অফিস সূত্রে জানাযায় শুভঙ্কর বিশ্বাস প্রতিনিয়ত অফিসে থাকেননা। ফিল্ড ভিজিটের নাম করে তিনি বাড়ী চলোযান। বনদস্যুদের হাত গাছ পালা, বালি তোলার দায়িত্ব দিয়ে তিনি চলেযান। অফিসে কর্মরত কর্মীরাদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় শুভঙ্কর বিশ্বাস নানাভাবে বাকাপথে টাকা উপার্জনের জন্য বনদপ্তরকে ধ্বংস করেদিচ্ছেন। কিন্তু কেউ মুখখুলতে পারেননা। জানাযায় শুভঙ্কর বিশ্বাসের কোনো এক হেভিওয়েট নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। কোনো কর্মীযদি মুখ খুলতে চায় তাকে বদলির হুমকিদিয়ে থাকেন শুভঙ্কর বিশ্বাস। এইভাবে চলতে থাকলে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকায় বনভূমি ধ্বংস হয়েযাবে দাবি করছে অভিজ্ঞ মহল।

নির্ধারিত করা হল অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ভূমি পূজার তারিখ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ভূমি পূজার নির্ঘন্ট নির্ধারণ করা হল।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিতিতে ৫ আগস্ট ভূমি পূজা হবে। তিন ঘন্টার এই কার্যক্রমে যোগ দেওয়া ছাড়াও অযোধ্যার হানুমানগড়ি মন্দির দর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল শনিবার সার্কিট হাউসে।বৈঠকে অযোধ্যায় ভূমি পূজার নির্ঘন্ট ৩ থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে রাখার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে দেওয়া হয়েছিল।ভূমি পূজার দিন প্রধানমন্ত্রী যাতে উপস্থিত থাকে সেই জন্য তাকে আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছিল।অবশেষে নির্ধারিত হল ভূমি পূজার নির্ঘন্ট। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছিল।বৈঠক শেষে চম্পত রাই জানিয়েছিলেন যে নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দিন থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে সুবৃহৎ রাম মন্দির নির্মাণ করতে। লারসেন এন্ড টিউব্র এই মন্দির নির্মাণ করবে।সম্পুরা মার্বেলের পাথর দিয়ে মন্দিরটি নির্মিত করা হবে।ইতিমধ্যেই মাটির নমুনা সংগ্রহ করা গিয়েছে।তার ওপর ভিত্তি করেই মন্দিরের নকশা বানানো হবে। মন্দিরের শিখরগুলির উচ্চতা ১৬১ মিটার উঁচু হবে।তিনটি জায়গায় পাঁচটি গম্বুজ হবে।অর্থ সাহায্য আসবে দেশের চার লক্ষ জায়গায় ১০ কোটি পরিবারের তরফ থেকে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধানের স্ত্রী-র

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): করোনা হানা পিছু ছাড়ছেনা কলকাতাবাসীর। তবে, করোনা সংক্রমণ এড়াতে তৎপর প্রশাসন।ক্রমাগত শহরবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশ। এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধানের স্ত্রী-র। সময়ের সাথে ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে জনগণকে সচেতন করতে তৎপর প্রশাসন।ক্রমাগত মাইকিং করে লিফলেট বিলি করে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশকিছু পুলিশকর্মীর। আর এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধানের স্ত্রীর। এমনকি করোনা আক্রান্ত প্রাক্তন পুলিশ কর্তাও।

যান চলাচল বন্ধ জীবনানন্দ সেতুতে

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স): স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বন্ধ জীবনানন্দ সেতু। ইএমবাইপাস থেকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের সংযোগকারী অত্যন্ত ব্যস্ততম জীবনানন্দ সেতু যান চলাচল বন্ধ করায় অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি। যার ফলে সমস্যায় পরছে যাত্রীরা। প্রথমে সোমবার বিকেল পর্যন্ত কাজের জন্য জীবনানন্দ সেতু বন্ধ থাকার কথা ছিল। তবে, বর্তমানে মঙ্গলবার ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সেতু।

বর্তমানে বিজন সেতু দিয়ে ও ভারী যান চলাচল বন্ধ। ফলে এতদিন জীবনানন্দ সেতু এবং প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড দিয়েই পণ্যবাহী লরি এবং ট্রাক চলাচল করত।

প্রশাসন উদাসীন, জনগণ ও ব্যবসায়ীদের নিজস্ব উদ্যোগে ৩ দিনের পুরো লকডাউন খোয়াইতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ জুলাই।। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদাসীনতার মধ্যে বর্তমানে খোয়াই চলছে জনসাধারণের উপর ভরসা করেই। আপাতত এমনটাই মনে করছেন খোয়াইবাসী। দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে জেলা সদর খোয়াইয়ে কোন ট্রাফিক পোস্টে ট্রাফিক পুলিশ নেই। জনগণ নিজ দায়িত্বে মূল সড়কের উপর দিয়ে নিয়ম নিষ্ঠার সাথেই চলাচল করছে। আজ প্রায় ৭ দিন যাবত খোয়াইতে কোন যান দুর্ঘটনার খবর নেই। একমাত্র জাগরণ পত্রিকাই খোয়াই শহরকে রেড জোন ঘোষণা করার জনগণের জোড়ালো দাবিকে তুলে ধরেছিল। এরপরও প্রশাসনের কোন খোঁজ নেই। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই সাধারন জনগণ এবং খোয়াই সুভাষপার্ক বাজার ব্যবসায়ী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩ দিন যাবত লকডাউন পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনদিন যাবত সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্তই বাজার-হাঁট চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তী সময় মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার টানা ৩ দিন পুরো লকডাউন রাখা হবে। দোকানপাট বন্ধ থাকবে। এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ খোয়াইতে বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনের কোন উদ্যোগ নেই। জেলা হাসপাতাল বন্ধ। শহরাঞ্চলে নেই কোন সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা। যার ফলে খোয়াইয়ের জনসাধারণ আজ দিশেহারা। এসব প্রশ্ন এবং চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে খোয়াইবাসী তথা সুভাষপার্ক বাজার ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন হয়ে থাকবে বলেই অভিমত জনসাধারণের।

দ্রুততার সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছে বিচারব্যবস্থা : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এবং অন্যান্য আদালতগুলিতে যেভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল শুনানি প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় রবিশঙ্কর প্রসাদ লিখেছেন, করোনা মহামারীর সময় ভারতের আদালতগুলি দ্রুততার সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছে।এই সময়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ভার্চুয়াল শুনানি হয়েছে ৭৮০০ মামলার, হাইকোর্টগুলিতে হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ মামলা, দেশের অন্যান্য আদালতে ভার্চুয়াল ৭.৩৪ লক্ষ মামলার। রবিশংকর প্রসাদ নিজের টুইট বার্তায় আরো লিখেছেন যে ভারতের ডিজিটাল প্রযুক্তি ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন ধারা সফল ভাবে কার্যকর করতে সহায়তা করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা ভারতজুড়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৩৮৯০২।দেশজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭৭৬১৮।

সীমান্ত এলাকায় লকডাউনের বিধি নিষেধ মানছে না অনেকেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে লক ডাউন ঘোষণা করা হলেও ওইসব এলাকার জনগণ লকডাউন পুরোপুরিভাবে মানছেন না। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাটে দ্বিচক্রযান সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করছে।এ ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে হেজামারা সীমান্ত এলাকাগুলোতে।কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া সড়কপথে চলাকালে দ্বিচক্রযান সহ অন্যান্য যানবাহন চলতে দেখা গেছে। যানবাহন চলাচল করলেও পুলিশ কিংবা বিএসএফ তাতে তেমন কোনো আপত্তি করছে না। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের পরিলক্ষিত হয়নি বিভিন্ন এলাকায়।গত বেশ কিছুদিন ধরে করোনা গ্রাফ যেভাবে উর্ধমুখী হচ্ছে তাতে দেখা গেছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে ওইসব এলাকার জনগণের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে করোনা গ্রাফ উর্ধমুখী হচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাজ্য সরকার গত ১৭জুলাই থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পুরোপুরি ঘোষণা করে। লকডাউন এর নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পালন করার জন্য ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু লোকটা মনের নিয়ম-কানুন মানছেন না ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। ফলে ওড়না আক্রান্তের সংখ্যা আবারো মারাত্মক আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র হেজামারা সীমান্ত এলাকাতেই নয় ,রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় লক ডাউন এর নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে।

করোনা ঃ দাবী উঠল নার্সদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। বর্তমান ভয়ঙ্কর করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যে কর্মরত নার্সদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা ট্রেন্ড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন।আগরতলায় সংগঠনের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ৮ দফা দাবি পেশ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কোয়ারেন্টাইন এ থাকা নার্সদের সঠিকভাবে সরকারি পরিষেবা প্রদান করতে হবে।কর্মরত অবস্থায় কোন নার্সের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে নগদ ১০ লক্ষ টাকা প্রদান এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদানের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্যে নার্সের প্রয়োজন। রাজ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স নেই।মাত্র ২হাজার নার্স দিয়ে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলো

ছয়ের পাতায় দেখুন

টুইটারে প্রধানমন্ত্রীর ফলোয়ার বেড়ে দাঁড়াল ৬ কোটি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): সামাজিক মাধ্যমের মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা অব্যাহত।তার ফলোয়ারের সংখ্যা টুইটারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি। দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণ এবং পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে চিনা আগ্রাসনের পরও প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা যে একেবারে টলেনি তার প্রমাণ টুইটারে বেড়ে চলা ফলোয়ারের সংখ্যা।

গত বছর সেপ্টেম্বরে টুইটারে প্রধানমন্ত্রীর ফলোয়ারের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। এই কয়েক মাসের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় কোটিতে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের টুইটারের ফলোয়ারের সংখ্যা হচ্ছে দুই কোটি ১৬ লক্ষ। ২০১৩ সালের মে মাসে টুইটারে যোগ দেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইটারে সক্রিয় ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে। বর্তমানে তার ফলোয়ারের সংখ্যা এক কোটি ৭৮ লক্ষ। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী টুইটারে ফলোয়ারের সংখ্যা এক কোটি ৫২ লক্ষ।২০১৫ সালের এপ্রিলে টুইটারে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদের সবার আগে টুইটারে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি টুইটারে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। প্রযুক্তির প্রতি বরাবরই টান রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কয়েক দশক আগে ভারতে রাজনৈতিক নেতারা যখন ইমেইল ব্যবহার করতে অনীহা দেখাতো। তখন রীতিমতো ব্যক্তিগত ল্যাপটপ চালিয়ে ই-মেইল ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন বিজেপি কার্যকর্তা নরেন্দ্র মোদী। এমনকি ভারতে যখন প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন হল সেখানেও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় অগ্রণী ছিলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় পরিণত করার জন্য নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাবের নজির রেখেছেন তিনি।

প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন দিল্লি - এনসিআর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): প্রবল বৃষ্টিপাতে জেরবার দিল্লিসহ এনসিআর অঞ্চল।রবিবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন হয়ে গেছে শহরের বিভিন্ন সড়ক।তার জেরে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বৃষ্টিপাতের ফলে পারদের কাটা নেমে গিয়েছে। ফলে প্যাচপেচে গরম থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রাজধানীবাসী। কিন্তু জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভোগের মুখে নিত্যযাত্রীরা। রবিবার যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে তার আভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। শহরের ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আসাদপুর থেকে মুবারাকা চক, যশোবন্ত প্লেস থেকে অশোক রোড জলমগ্ন হয়ে যাবার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।মুন্ডকা মেট্রো স্টেশনের কাছে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। মিন্টু সেতুর আন্ডারপাসে জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার জেরে যাত্রীবাহী বাসটি আটকে পড়েছিল সেটিকে উদ্ধার করেছে দমকল। বৃষ্টিপাতের ছেড়ে কয়েকটি জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।দিল্লি বৃষ্টিপাতের ভিডিও এবং ছবি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত ৭৪.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ছয় লক্ষের গণ্ডি

নিউইয়র্ক, ১৯ জুলাই (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার গোটা বিশ্ব।সবথেকে বেশি আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং ভারত।বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে ঢুকে গিয়েছে করোনা।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এর জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের সিস্টেম সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৬ লক্ষ। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা ও চিনা আগ্রাসন নিয়ে ফের সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): করোনা ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত, গালওয়ানে চিনা আগ্রাসন এবং জিডিপি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। অসত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিয়েছে বিজেপি। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ”অসত্যকে প্রাতিষ্ঠানিককরণ করেছে বিজেপি। করোনা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মৃতের সংখ্যাকে চেপে দেওয়া হয়েছে।জিডিপি বৃদ্ধি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে।চিনা আগ্রাসন প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখানো হয়েছে।এই মায়াজাল শীঘ্র ভেঙে পড়বে এবং ভারতকে তার মূল্য চোকাতে হবেব ” উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিক সময় সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রের শাসনাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার নিন্দায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। রাজস্থানের রাজনৈতিক দোলাচল নিয়ে যখন অভ্যন্তরীণ কোলাহলে জেরবার কংগ্রেস তখন পাল্টা করোনা ইস্যুতে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী ভূমিকায় রাহুল গান্ধী।

রাজস্থানে রাজনৈতিক দোলাচল নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি. স.): করোনা মহামারীর সঙ্গে রাজস্থানের রাজনৈতিক দোলাচলের তুলনা করে বিজেপির বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বল। রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় কপিল সিব্বল লিখেছেন, ” প্রতিষেধকের একান্ত প্রয়োজন।নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার দুর্নীতির ভাইরাস উহানের মত দিল্লির পরীক্ষাগার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।সংবিধানের দশম তপশীল সংশোধনীর মাধ্যমেই এর অ্যান্টিবডি তৈরি করা যাবে। দল ত্যাগ করলেই আগামী পাঁচ বছরের জন্য কোন সরকারি পদে থাকা যাবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে অশোক গেহলট এবং শচীন পাইলট এর মধ্যে বেড়ে চলা দ্বন্দ্বের জেরে রাজস্থান কংগ্রেসের বিভাজন প্রকাশ্যে চলে এসেছে।শচীন পাইলট এর সঙ্গে থাকা ১৮ জন বিধায়ককে নোটিশ জারি করেছে বিধানসভার অধ্যক্ষ সিপি যোশী।অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ফোনে আড়িপাতা নিয়ে দুই দলের মধ্যে তরজা আরও বেড়ে গিয়েছে।আড়িপাতা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

শুভ ৪০তম বিবাহবার্ষিকী

শ্রী পার্থ সারথি রায়
শ্রীমতী রাত্রি রায়

ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা তোমরা সবসময় ভাল, সুস্থ ও আনন্দে থাকবে।

পরিবার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষে
কাকলি রায় (মনি) শ্যামলীবাজার, আগরতলা

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।